



পশ্চিমবঙ্গের পরিকাঠামো উন্নয়নে গতি আনা

সমগ্র রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ৩,৯১০
কিলোমিটারেরও বেশি জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণ

প্রান্তিক এলাকা পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে মজবুত করতে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে ৩৭,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি গ্রামীণ রাস্তা

**বিকশিত বাংলা,
বিকশিত ভারত**
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰকল্প



দেওয়াল লিখন ঘিরে সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১
মার্চঃ দেওয়াল লিখন ঘিরে উত্তপ্ত
নেতাজিগণের। থানার সামনেই
বিজেপি তৃণমূল সংঘর্ষ। পরিশিষ্টে
সামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খেতে
হয় পুলিশকে। একে অপরের দিকে
এ-টা-ভাঙা টাইলসের টুকরা ছোড়ার
অভিযোগ। আহত হয়েছে একাধিক
বিজেপি কর্মী। তৃণমূলের বিরুদ্ধে
হামলার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।
আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন
পুলিশ কর্মীও। জানা যাচ্ছে,
নেতাজিগণের ৯৮ নম্বর ওয়ার্ড,
থানার পিছনের এলাকাতেই রবিবার
সকালে একটা দেওয়াল লিখন ঘিরে
উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে
দুশমিই একে অপরের বিরুদ্ধে
অভিযোগ করতে থাকে। বিজেপির
বক্তব্য, তাদের কর্মীরা যখন
দেওয়াল লিখছিলেন, তখন
তৃণমূলের কর্মীরা তাদের ওপর এসে
হামলা চালায়। পাষ্টা তৃণমূলের



বক্তব্য, হামলা চালায় বিজেপি-ই। তৃণমূলদের তরফ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। দুপক্ষের মধ্যে উত্তণ্ড পৰিস্থিতি তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে বোলা গাড়াতেই আবারও উত্তণ্ড হয়ে ওঠে। এলাকা। ব্যারিকেড ভেঙে দুপক্ষই একে অপরের ওপর চড়াও হয়। ইট-ভাঙা টাইলস একে অপরের দিকে ছুড়তে থাকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। থানার সামনে জড়ো হয় দুপক্ষ। থানার গেট বন্ধ করে রাখতে হয় পুলিশকে। তৃণমূল কর্মী বলেন, “আমরা মারতে যাইনি। বিজেপির ছেলে মেরে আমার দাঁতের মাড়ি ফাটিয়ে দিয়েছে।” বিজেপি কর্মী বলেন, “রাজনীতি মদ্যানে হবে। কিন্তু আগে বলতে হবে, আমাদের কর্মীর গলগে হাত পড়ল কেন? আমরা থানায় এসেছিলাম প্রতিবাদ জানাতে। কিন্তু পুলিশ ভুল করছে। পুলিশের সামনেই আমাদের কর্মীকে মারা হল।”

গাড়ি রাখা
নিয়ে গণ্ডগোল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১
মাঠে সামান্য বসসা। সেই থেকে শুরু
হয়ে তর্কাতর্কি। আর তার জল
এতদূর গড়িয়ে যাবে কেউ হয়ত
ভাবেনি। দমকল অফিসের সামনে
তুমুল মামলা। তারপর তা থেকে
হাতছাড়াতি, মারামারি। গাড়ি কোথাক
রাখা হবে সেই নিয়েই এই
গুণ্ডাগোলা। দমকলের
নিরাপত্তাকর্মীদের মারধরের
অভিযোগ। খাস কলকাতায় এমন
ধরনের ঘটনায় রীতিমতো হাইই
ফেলে দিয়েছে। দমকলের সদর
দফতরের মতো তুমুল চব্বসা
হয়েছিল। গাড়ি রাখাকে কেন্দ্র করে
এই বসসা তৈরি হয়েছে। দমকলের
নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষীদের মারধরের
অভিযোগ। ঘটনায় প্রেক্ষতার
তিনজনা। তাদের প্রেক্ষতার করছে
পার্কটিং থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে
দাবি, স্টিম যুবক পুলিশের মথারতে
মদ্যপ অবস্থায় মির্জা গালিব স্ট্রিটে
দমকলের সদর দফতরের সামনে
গাড়ি পার্কিং করেছিলেন। সেই সময়
গেটে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা
কর্মীরা গাড়ির সরিয়ে নিতে বলেন।
অভিযোগ, এই যুবকরা গাড়ি সরাতে
চাননি। কবাসয় জড়িয়ে পড়েন
নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে।
নিরাপত্তারক্ষীদের মারধর করা হয়
বলে অভিযোগ। পার্কটিং থানায়
দমকল বিভাগের তরফে অভিযোগ
জানানো হয়। সরকারি কর্মীদের
মারধর, কাজে বাধা দেওয়া এই
সমস্যা ধারায় মামলা রুজু করে তিন
অভিযুক্তকে প্রেক্ষতার করা হয়।

শুক্রবার মেট্রো চ্যানেলে ধনায় বসবেন মমতা!

বিজেপিকে বিঁধে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুললেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিবেশ, কলকাতা, ১ মার্চঃ
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেই নাম
বাংকের নিরপেক্ষ কমিশনের ভূমিকা নিয়ে এম
এক করে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের
সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিনেত্রী
বন্দেপাণ্ডাধ্যা। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক
করে অভিনেত্রী অভিযোগ করেন, নির্ধারিত
সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ফর্ম ৭
ব্যবহার করে ভোটারদের নাম তালিকা
থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে
নির্বাচন কমিশনের সারসরি তোপ
দেগেছেন তিনি। বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয়
মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা ঘোষের
নাম ভোটার তালিকা 'বিচারপ্রিয়' হিসেবে
রাখা হয়েছে। সাংবাদিক ঠেঠকে এই প্রসঙ্গ
তুলে অভিযেকের কটাক্ষ, যদি জাতীয়

দলের ত্রিকোণের নামই তালিকা নয়।
থাকে, তবে তাও ভাগ্যেরে বিমুখাপদই।
বিচার্যাদীন! সাংবাদিক সম্মেলনে একটিকে
ডিঙিও ফুটেজ দেখিয়ে অভিনয়ে দাবি
করেন, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ
দেওয়ার জন্য বিজেপি আগে থেকেই
লক্ষ্যমাত্রা বা 'টার্গেট' বেঁধে দিয়েছিল।
তৃণমূলকে সেকেন্ড-হান্ন-ফ্রাঙ্কের কথায়,
“খসড়া তালিকায় ৫৮ লক্ষ নাম বাদ
গতকাল ফল ৭-এর মাধ্যমে আরও সাড়ে
পাঁচ লক্ষ বাদ গেল। ৬০ লক্ষ এখন
বিরোধনাথীনা মোট সংখ্যাটা ১ কোটি ২৪
লক্ষ। টার্গেট অনেক আগে সেট করে
দেওয়া হয়েছে। এই অপদার্থগুলো
(বিজেপি) ২০ টো টার্গেট পর করতে
না, তাই গরিব মানুষকে নির্বাচন করে”



তৃণমূল নেতার অভিযোগ, খসড়া তালিকা, চূড়ান্ত তালিকা এবং বিচারাধীন তালিকার পরিসংখ্যান মেলালে ঠিক ওই সংখ্যার

ভোটারদেরই তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার
পরিকল্পনা করা হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়ায়
কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে

অভিষেক বন্দোপাধ্যায় বলেন, “কমিশন কার নির্দেশ কাজ করছে?” ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় বিজেতা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করছে বলে অভিযোগ করেন অভিষেক। অভিষেকের দাবি, “কমিশনকে আগে থেকেই ট্যাগে দিবে দণ্ডো হায়েজি।” এরপরই একই পরিস্থিতি তুলে ধরেন তিনি। বালার ৬০ লক্ষ ভোটার কমিশনের চোখে এখন বিবেচনাযোগ্য। এক্ষেত্রে নির্বাচন দোরগোড়ায়। একই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে তা হলে এই ৬০ লক্ষ ভোটার কি আছে ভোট দিতে পারবেন। কমিশন সেই মনে সাপ্লিমেন্টের লিস্ট জারি করে ৬০ লক্ষের মধ্যে বৈধ ভোটার নির্বাচনের প্রক্রিয়া চিহ্নিত করার বার্তা দিলেও সংশয় প্রকাশ

করছেন অভিযেক। তাঁর কথায়, “যদি মে মাসের মধ্যে নির্বাচন শেষ করতে হয়, তা হলে আগামী ২০ তারিখের মধ্যে ভোট যাঁষণা করতে হবে। এই ২০ দিনের মধ্যে কি ৬০ লক্ষ ভোটারের মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে?” তাঁর আরও দাবি, “প্রথমে ১৪ লক্ষ কেস অমীমাংসিত ছিল। বাকি সব নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। রাতারাতি কোন জাপুনে ৬০ লক্ষ ভোটার বিচারদান হয়ে গেলেন? কার অঙ্গুলিহেলনে এটা হল?” যদিও অভিযেকের এই সকল অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, “সুপ্রিম কোর্টে যাঁগায়ার আজ আশ্বানন কোথায় গেল? কোর্টেও জিতেছি, ভোটেও জিতব।”

বাংলায় কবে বিধানসভা নির্বাচন? সোমে বড় সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ মাঠে একাধিকবার তথ্যিত হইলেন পর গতকাল এবিসআইআর-র চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইছে। এবার বাংলায় বিনামূল্যে নির্বাচন নিম্নে তৎপর হল রাজ্জের মুখে নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর আগামিকাল (সোমবার) সিইও দফতর গুরুত্বপূর্ণ ঠেকেনে বসে। বাংলায় ভোটারে নির্দেশক চূড়ান্ত-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা করাই এই ঠেকেনে বলে জানা গিয়েছে। এক্ষেত্রে নির্বাচনে বাংলায় আট দফায় ভোট হইছিল। এবার দফার সংখ্যা কমে পাঁচের বলে সুভের খবর। কত দফায় ভোট হবে, কবে ভোটারে নির্দেশক যোগা হবে, এই সব নিয়েই সোমবার ঠেক কই এই দফতরে। দিনভর দফার দফায় ভোটারাল এই ঠেক হইবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর এবার বিনামূল্যে



নির্বাসনের প্রস্তুতি কেমন, তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে। সেখানে ভূগোলি অঞ্চল নবোদয় জেলাশাসকরা। পুলিশের শীর্ষ কর্তারা এবং সিএপিএফ-র নেতৃত্বাধীন অফিসাররা থাকবেন। নির্বাসনকে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা নিয়েও আলোচনা হবে। সিইও অফিস জানিয়েছে, সকাল ১১টায় ভূগোলি এই বৈঠক শুরু হবে। প্রথম বৈঠক চলবে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত তাৎপর্য মধ্যাহ্নভোজন। এরপর আরও তিন দফায় বৈঠক হবে। সিইও দরদরত এই বৈঠক নিয়ে বিজেপি নেতা তপস দাস বলেন, “এটা তো ভালো কথা। সিইও অফিসে সর্বদলীয় বৈঠকও হয়। কিন্তু, এটা ঘটনা, বাল্যের কদ দফায় ভোট হয়, করে হবে, এটা একটা বিষয়। বাল্যের নির্বাচন তো একটা মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১১ সালে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৬ সাল থেকে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, বুঝি দু'খন্ডক-ও দুর্ভাগ্যজনক। তা সে পঞ্চায়েত, লোকসভা, বিধানসভা, যাই নির্বাচন হোক না কেন। মারামারি, ভোটারে আগে সুস্থতা, ভোটারের পর সুস্থতা, ভোটারের দিন মুখা। এই দিকগুলোটা বিবেচনা করে আমি বলব, নির্বাচন কিশোর যেন মানুষের স্বাস্থ্য, ভরসা স্বাধীনতা পোড়ে। আর শান্তিপর্য ও স্বচ্ছ ভোট যেন হোক।”

১৫ মার্চ ব্রিগেডে সভা করবেন
মোদি, জানালা বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ মার্চঃ
কয়েকদিন ধরেই নানা জল্পনা চলছিল।
অবশেষে পরিবর্তন যাত্রার স্তরক দিনই
ত্রিগেডে বিজেপির সভার দিন ঠিক হল।
আগামী ১৫ মার্চ সভা হবে ত্রিগেডে। সেখানে
থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর।
বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই সভাকে
সফল করতে তৎপর বঙ্গ বিজেপি। রবিবার
থেকে রাজ্যের এখিকি প্রান্তে শুরু হয়েছে



বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা। পদ্ম শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতারা পরিবর্তন যাত্রার জন্য রাজ্যে আসছেন। আগামিকাল পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আর এই পরিবর্তন যাত্রার পরই ত্রিগেডে সভার পরিচালনা করে হবে বিজেপি। কিন্তু, সেই সভার তারিখ নিয়ে নির্দিষ্ট করে এতদিন কিছু জানাতে পারেননি বঙ্গ বিজেপির নেতারা। গতকাল বাংলার এসএমআর-র চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই বিধানসভা ভোটারের নির্ধিক্ত ঘোষণা হতে পারে। ভোটারের নির্ধিক্ত ঘোষণার আগেই ময়দানে নামে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। ভোটারের উপাংশ ক্রমাশ্র বাড়াচ্ছে এই আবহে পরিবর্তন যাত্রা করেছিল বিজেপি। রাজ্যে এবার পরিবর্তন হবে বলে আশাবাদী পদ্ম শিবির। পরিবর্তন যাত্রার পর ত্রিগেডের সভা থেকে নেতৃত্বই আরও জোরালোভাবে দিতে চায় তারা। প্রাধান্যমূলক নবরঙ্গ মৌদির নেতৃত্বে হবে ওই সভা। সাধারণ মানুষকে ওই সভায় আগ্রহবশতের আবেদন জানিয়েছে গেরুয়া শিবির। ২০২১ সভা বিধানসভা নির্বাচনের আগেও ত্রিগেডে সভা করেছিল বিজেপি। সেখানেও প্রধান বক্তা ছিলেন মৌদি। আর ওই সভাতেই বিজেপিতে প্রশংসা দিয়েছিলেন মিতুন চক্রবর্তী। ত্রিগেডের ওই সভায় মিতুন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন প্রাধান্যমূলক। একুশের নির্বাচনের পর বিজেপির বিভিন্ন প্রজায়ে দেখা গিয়েছে মিতুনের ছায়াশ্রের নির্বাচনের আগেও ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলায় বিজেপির প্রচারে অংশ নিচ্ছেন তিনি। ১৫ মার্চ ত্রিগেডের সভায় এবার মিতুন থাকবেন কি না, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। বিজেপি নেতৃত্ব এই নিয়ে এখনও কিছু বলেনি। তবে ত্রিগেডের সভা সফল করতে তারা যে বন্ধপরিচালনা, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর এই সভা থেকে মৌদি কি বার্তা দেন, এখন সেদিকেই নজর সরাব।

সপ্তাহের শুরুতেই বাংলায় বৃষ্টি, চড়বে সর্বোচ্চ
তাপমাত্রাও, শুরু হল গ্রমের 'খেলা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১
মার্চঃ মার্চের শুরুতেই দমনস্থানার
পূর্বাভাস দেওয়া হল। আলিপুর
আবাসওয়া দফতরের তরফে
জানানো হয়েছে, আগামী দু'দিনে
পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের
তাপমাত্রা) দু'ভিত্তি সেলসিয়াস পর্যন্ত
বৃদ্ধি পাবে। তারপর আরও কয়েকটি
জেলার পানদ চড়তে পারে তিন
ভিত্তি পর্যন্ত। তবে আপাতত সর্বনিম্ন
তাপমাত্রার (রাতের তাপমাত্রা)
বিশেষ হেরেফের হবে না। আগামী
এক সপ্তাহ মোটামুটি একইস্তরে
থাকবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। তারইমধ্যে
কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হতে পারে।
তুষারপাত হতে পারে দার্জিলিংয়ের
পাহাড়ি অঞ্চলে। সোমবার
কাল্পপণ্ডের একটি বা দুটি অংশে
হালকা বৃষ্টি হবে। হালকা বৃষ্টিপাত বা
তুষারপাত হতে পারে দার্জিলিংয়ের
একটি বা দুটি অংশে। মঙ্গলবার,
বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার
এবং শনিবার উত্তরবঙ্গের সব
জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি,
কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার,
কোচবিহার, উত্তর দার্জিলিং, দক্ষিণ
দার্জিলপুর এবং মালদা) আবহাওয়া
সুস্থ থাকবে। রবিবার, সোমবার,
মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার,
শুক্রবার এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের
সব জেলার (কলকাতা, হুগলি,



চড়ে পারদ। পরবর্তী তিনদিনে
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুই থেকে তিন
ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। তবে
আগামী এক সপ্তাহে সর্বনিম্ন
তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন
হবে না। আগামী দু'দিনে
দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বোচ্চ

তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। তারপর অবশ্য দিনের তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। আবার আগামী সাতদিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন হেরফের হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে



জানানো হয়েছে, আজ (রবিবার, ১ মার্চ) কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থেকেছে ৩২.৫ ডিগ্রিতে। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি বেশি। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রিতে থেকেছে। যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৭ ডিগ্রি বেশি।

কেউ ফেলছে চোখের জল, কেউ ফাটাচ্ছে বাজি!
খামেনেইয়ের মৃত্যুতে আনন্দ-দুঃখ মিলেমিশে একাকার ইরান

সংবাদ সংস্থা, তেহরান, ১ মার্চঃ ইজরামেরিকার যৌথ অভিযানে নিহত ই সুপ্রিম লিডার আয়াতল্লাহ আলি খা ইরান সরকার খামেনেইয়ের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে। ৭ দিনের ছুটি ঘোষণা হয়েছে। ৪০ দিন ধরে রাষ্ট্রীয় শোক পালন হবে ইরান জুড়ে। এদিকে, খামেনেইয়ের পরই ইরানে দুই ধরনের চিত্র দেখা গিয়েছে। একদিকে শোকে ভাসছে দেশের মানুষ। সেখানেই আবার খামেনেইয়ের মৃত্যু আনন্দ-উল্লাস করতো যেখানে গিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া কেন খামেনেইয়ের মৃত্যু ইরানের সর্বোচ্চ লিডার ছিলেন খামেনেই কথাতেই গোটা দেশ চলত। তবে খামেনেই মৃত্যু সংবাদ আসতেই গোটা দেশ দুই ভাগ হয়ে গিয়েছে। এক ভাগ শোকাহত। কালো পতাকা পরে, খামেনেইয়ের ছবি ইরানের পতাকা নিয়ে জমায়েত হয়ে প্রকাশ করেছে। স্লোগান দিতে শোনা গিয়েছে টু আমেরিকা, ডেথ টু ইজরাম। এমনকি, ইরানের এক সংবাদ খামেনেইয়ের মৃত্যু সংবাদ পাঠ করেছে কেঁদেও ফেলেন। ইরানের প্রতিবেশী ইরাকও খামেনেইয়ের মৃত্যুতে শোক করা হয়েছে। বাগদাদে শতাব্দীর জমায়েত হন খামেনেইয়ের মৃত্যুতে প্রকাশ করতে। সেখানেই আবার প্রকাশে উদ্ভাবন করছেন খামেনেইয়ের কেউ বাজি ফাটিয়েছেন, কেউ কেউ রাষ্ট্রীয় মেমে উদ্ভাবন করেছেন। আ

স্নেহান দেন, লং লিভ শাহ। একাধিক রাষ্ট্রেও
ইরানের সুপ্রিম লিডারের মৃত্যুকে গুরুত্ব দেওয়া
হচ্ছে না। যেমন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আন্ড্রু
আলবানিজ জানিয়েছেন যে আয়াতোল্লাহ
আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুতে শোক পালন করা



হবে না। অস্টেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন যে
ইরানে ব্যালিস্টিক মিসাইল, পরমাণু অস্ত্র তৈরি
করেছেন, সম্ভবী গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন
করতেন, নিজেদের দেশের মানুষদের দমন-
পীড়ন করতেন। অস্টেলিয়ার মাটিতেও
সম্ভবসাবধি হামলা চলছে। তাই ইরানের সুপ্রিম
নেতার মৃত্যুতে শোক পালন করা হবে না।
এদিকে ইরান নতুন করে ইজরায়েল ও মার্কিন

রেভলুশনারি গার্ড কর্পস। এবার সেই
 হুঁশিয়ারিই বাস্তব রূপ দেখা গেল।
 আইআরজিস দাবি করেছে, পশ্চিম এশিয়ায়
 ২৭টি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে আঘাত
 হানা হয়েছে। ইসরায়েলের নেগেভ ও ডেড সি
 অঞ্চলে বেজেছে রেড অ্যালার্ট সাইরেন। তেল
 আভিবে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোন
 গেছে রবিবার। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনে

আকাশে ছোড়া ফ্লেগপান্ড প্রত্ৰিত কৰতে
সন্ধিয়া হয়হে বলে জনা বাছো। বাহুৱেৰে
ৰাজধানী মানামাতোৰে বিৰোধানগেৰ খবৰ
নিলেহে। কুয়েতহা উপদাগৰী অঞ্চলেৰ
কয়েকাট দেশে সৰ্ব্বতৰা জাৰি হয়েহে
কিমেথো। আইআৰজি আৰি দাবি
কহেহে, ভাৰত মহাসাগৰে মাৰ্কিন বাৰ্ণীৱী
জ্বালনি বহনকাৰী একাট এমএসটি-শ্ৰেণিৰ যুদ্ধ
সহায়ক আহাজে আক্ৰমণ কৰা হয়েহে।
শামেনেইৰ মৃত্যুৰ পৰ আইআৰজি
‘ইতিহাসেৰ সবচেয়ে ভয়ঙ্কৰ আক্ৰমণাত্মক
অভিয়ানে’ৰ হুঁশিয়াৰি দিয়েছিল। তাৰে
বক্তব্য, শালগন্ধকে চমম মূলা ঢোকাতে হব।
এই হামলাকে সেই অভিয়ানেৰ অংশ হলেই
দেখা হুছে। পৰিস্থিতি আৰু জটিল হয়ে
উঠেহে কাৰণ এৰ আগে মাৰ্কিন-ইজৰায়েলি
যৌথ হামলাৰ পৰা প্ৰকাশ্যে আসে। ফলে
প্ৰতিশোধ ও পাল্টা প্ৰতিশোধেৰ চক্ৰ
দুৱাহে পৰিস্থিতিৰ তীব্ৰতা নিয়ে উদগ্ৰ প্ৰকাশ
কৰেহে জাতিসংঘ। মহাসাগৰ আন্তেনিও
কুৱতেৰে বলেহেন, এই ধৰনেৰে ব্যাপক
সামাৰিক হানোনা আন্তৰ্জাতিক শান্তি
ও নিৰাপত্তাৰ জন্য গুৰুতৰ হুমকি। তিনি শান্তিপূৰ্ণ
সমাধানেৰে পদেই ফেদাৰ আহ্বান জনিয়েহে।
বিশেষপদেই কহে, এই সংঘাত দীৰ্ঘায়িত হলে
শুধু সামাৰিক ক্ষেত্ৰেই নয়, তেলবাজাৰ,
বাণিজ্যপথ ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাতেও বড়
প্ৰভাৱ পড়তে পাৰে। আপাতত পশ্চিম এশিয়া
কাৰ্য্যত উচ্চ সৰ্ব্বতৰাত। এখন নজৰ-এই
উত্তেজনা আৰু বক্ত দূৰ গড়া।

সাহিত্যিক শঙ্কর-এর স্মরণে বিশেষ সভা, আইসিসিআর-এ গুণীজনদের শ্রদ্ধাঞ্জলি



নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১মার্চঃ প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের (শঙ্কর) স্মৃতিতে গত শনিবার আইসিসিআর-এর যামিনী রায় আর্ট গ্যালারিতে এক বিশেষ স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। পাবলিক রিলেশনস সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার (পিআরএসআই) কলকাতা শাখা, হালাো হেরিটেজের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়।এদিনের অনুষ্ঠানে সাহিত্যদ্রোহী, সংস্কৃতি ও জনসংযোগ জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সাহিত্যিকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। সভায় উপস্থিত বক্তারা শঙ্করের সাহিত্যকীর্তি ও জনমানসে তাঁর গভীর প্রভাবের কথা স্মরণ করেন।

নাগপুরে বিস্ফোরণে মৃত্যু বেড়ে ১৭, তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর



নাগপুর, ১ মার্চ : মহারাষ্ট্রের নাগপুরে এসবিএল এনার্জি লিমিটেড বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ১৮ জন আহত হয়েছেছেন। নাগপুর গ্রামীণের এসপি হর্ষ পোদ্দার রবিবার সকালে এমনটাই জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার সকালে নাগপুর শহর থেকে প্রায় ২৫ কি.লোমিটার দূরে কলমেশ্বর তালুকার রাউলগাঁও গ্রামে একটি গোলাবরষা তৈরির কোম্পানিতে বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণে ১৭ জন মারা গিয়েছেন এবং ১৮ জন আহত হয়েছেন। হতাহতদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা।নোলা ক্রিমিং প্ল্যান্ট এলাকায় রবিবার সকাল ১.৫৫ মিনিটে এই শক্তিশালী বিস্ফোরণ হয়, যার ফলে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। ঘটনার সময় দু’জন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে প্রায় ৩৫ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। এই কোম্পানিটি বিস্ফোরক তৈরির একটি প্রধান প্রস্তুতকারক, যার মধ্যে রয়েছে খনি এবং পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত উপকরণ, যেমন ডেটোনেটর প্রভৃতি।মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস এসম্মুখ্যে জানিয়েছেন, এনিডিআরএফ এবং এসডিআরএফ দলও ঘটনাস্থলে রয়েছে। ১৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আমি নিহতদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। এই ঘটনায় ১৮ জন আহত হয়েছেন। আহতদের দ্রুত নাগপুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নিহত খামেনেই, করাচিতে আমেরিকার দূতাবাসে হামলা

করাচি, ১ মার্চ : ইজরায়েল ও আমেরিকার হামলায় আয়াতোল্লা আলি খামেনেই নিহত হওয়ার ঘটনায় অশান্তি ছড়াল পাকিস্তানো। করাচিতে আমেরিকার দূতাবাসে কয়েকশো মানুষ হামলা চালিয়েছেন বলে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। ভাঙা হয়েছে জানলার কাঁচও। পুলিশ ও আধাসেনা ডি। ছত্রভঙ্গ করতে লাগি ঢালায় ও কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায়। অভিযোগ, চলছে গুলিও। দু’পক্ষের অশান্তিতে আট জন নিহত।করাচি নিহত হয়েছেন। জখম আরও কয়েক জন।

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথায্যত ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা ভাড়াত সরঞ্জামের স্পেশাল ব্রেক্রি অক্ষেপে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কংগ্রেস-ডিএমকে শাসনকালে পুদুচেরির জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছেঃপ্রধানমন্ত্রী

পুদুচেরি, ১ মার্চ : কংগ্রেস-ডিএমকে শাসনকালে পুদুচেরির জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, এমনটাই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার পুদুচেরিতে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, সেই বছরগুলো রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, অপরাধ এবং দরিদ্রদের পুদুচেরির মধ্য দিয়ে কেটেছে। বেতন বিলম্বিত হয়েছিল। রাস্তায় গুন্ডা এবং মাদক মাফিয়ারা রাজত্ব করেছিল।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পুদুচেরি একটি চিকিৎসা পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। পুদুচেরিতে ইতিমধ্যেই ৯টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। জেআইপিএমইআর-এ আঞ্চলিক ক্যান্সার কেন্দ্রের আধুনিকীকরণ হাশ্বত্ববো সক্ষমতা আরও প্রসারিত করবে। আজ, পিএম-



এবিএইচআইএম-এর অধীনে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের জন্য তিনটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার রকের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদী বলেছেন, ভারত জুড়ে, উচ্চমানের পরিকাঠামো নির্মাণের উপর জোর

দেওয়া হচ্ছে। পরিকাঠামোর জন্য আরও তহবিল মানে উন্নত রাস্তা, জল সরবরাহ, উ পক্ লীয় অবকাঠামো, স্কুল, হাসপাতাল এবং এই জাতীয় অনেক প্রকল্প। এই সুযোগ-সুবিধাগুলি সরাসরি মানুষের জীবনকে উন্নত করে তোলে।

হোলিকে কেন্দ্র করে বাজারে বাড়ছে ভিড়, ভৈষজ্য আবিরের চাহিদা উর্ধ্বমুখী



সংলগ্ন নোচার সাফারি ও জু সাফারি পর্যটন কেন্দ্র আগামী ২ মার্চ থেকে টানা তিন দিন পর্যটকদের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে রাজগিরি রোপওয়ে নির্দিষ্ট দুই দিন বন্ধ থাকবে।শনিবার যৌথভাবে জারি করা এক বিবৃতিতে জু সাফারির পরিচালক রাম সু ন্দ্রর রাম এবং ডিএফ ও রাজকু্ মার এম জানান, সাপ্তাহিক ছুটির কারণে ২ মার্চ সোমবার নোচার সাফারি ও জু সাফারি বন্ধ থাকবে। এর পাশাপাশি মৌলান, রিফাইন্ড তেল ও মশলার দোকানগুলিতেও ক্রেতাদের ভি। চোখে পড়ছে। গ্রামাঞ্চল থেকেও বহু মানুষ শহরে এসে উসবের কেনাকাটা সারছেন। জেলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিজারগুলিতেও হোলিকে ঘিরে প্রস্তুতি তুচ্ছে। এ বছর ২ মার্চ হোলিকা দহন এবং ৪ মার্চ রঙুসব অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবকে ঘিরে সামগ্রিকভাবে বাজারে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে।অন্যদিকে নালদাপটে, হোলি উৎসবকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে বিহারের রাজগিরে অবস্থিত গ্লাস স্কাই ওয়াক

ফিরহাদ হাকিমের উপস্থিতিতেই মুর্শিদাবাদে হাজারদুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস



নিজস্ব প্রতিনি,কলকাতা, ১মার্চঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় সম্পূর্ণ নতুন ‘হাজারদুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়’-এর শিলান্যাস করা হলো। গত শনিবার রাজ্যের পূন্ ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের উপস্থিতিতে এই ঘোষণা করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহাসিক কাটরা মসজিদ সংলগ্ন স্থানে একটি সুদৃশ্য ভোাগ গড়ে তোলা হবে, যার জন্য ইতিমধ্যে এক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা কাদির বিধায়ক অপর সরকার এদিন জানান যে, বেলডাঙা এলাকায় একটি বৈদ্যুতিক চুল্লিরও উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়াও জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভা এলাকায় পানীয় জলের নতুন প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।রাজা সরকারের।পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এদিন মোট চারটি জায়গায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিভাগীয় মন্ত্রী ছাড়াও জেলাশাসক এবং জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত অধিব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে অপর সরকার আরও বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলা নানা ঐতিহাসিক স্থানের মন্মুদ্র, তাই নতুন সাজে এখানে এক বিশাল তোরণ গড়ে তোলা হচ্ছে।শনিবারের এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে পূর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিধায়ক অপর সরকার, বিধায়ক আশ্বরজজামান প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।



কৈলালী, সিরাহা, সুনসারি, সরলাকী, বারা, মোরাং, মহাশওরী, বাকৈ, রূপদেহি এবং পর্বত-এই ১৬টি জেলাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি কপিলবস্ত্র জেলায় (প্রতি ১০ হাজারে ২.৪ জন)। এছাড়া ধনুসায় ১.৯,

রউতহাট ও পশ্চিম নওয়ালপরাসি জেলায় ১.৮, পারসায় ১.৭ এবং ঝাপা ও কৈলালী জেলায় ১.৬ শতাংশ সংক্রমণের হার নথিভুক্ত হয়েছে।এ বিষয়ে নেপালের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা মন্ত্রকের সচিব ডা. বিকাশ দেবকোটা বলেন, ২০১০ সালে রোগ উচ্ছেদের ঘোষণা সত্ত্বেও

সুস্বাস্থ্য কামনা করে নীতীশ ও স্ট্যালিনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা মোদীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১ মার্চ : সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার নীতীশকে জানানো শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার জি-কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি গত কয়েক বছর ধরে বিহারের অগ্রগতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা অসংখ্য মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী এম্ম মাধ্যমে লেখেন, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী থিরু এম কে স্ট্যালিনের জন্মদিনে শুভেচ্ছা। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন মণিপূরের মুখ্যমন্ত্রীকেও জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। এম্ম মাধ্যমে মোদী জানান, মণিপূরের মুখ্যমন্ত্রী যুস্মা খেমচাঁদ সিং জি-কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি একজন অভিজ্ঞ নেতা যিনি মণিপূরের সমৃদ্ধি এবং সুশাসনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। জনগণের সেবায় তিনি দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনযাপন করন।

দুবাইয়ে আটকে অভিনেত্রী সোনাল চৌহান, সাহায্য চাইলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১ মার্চঃ মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের পরিস্থিতিতে বিমান বাতিল হওয়ায় অভিনেত্রী সোনাল চৌহান দুবাইতে আটকে পড়েছেন। নিরাপদে ভারতে ফিরে আসার জন্য সাহায্য চেয়ে এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন অভিনেত্রী। সামাজিক মাধ্যমে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, তিনি দুবহিতে আটকে পড়েছেন। চলমান এই সংকটের সময় সরকারের সমর্থন চেয়েছেন সোনাল।সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে সোনাল লিখেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চলমান সংকটের মধ্যে আমি বর্তমানে দুবহিতে আটকে পড়েছি। ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে এবং ভারতে ফিরে আসার কোনও স্পষ্ট উপায় নেই। নিরাপদে বাড়ি ফেরার জন্য আমি সরকারের কাছ থেকে সহায়তা চাইছি। সরকারের কাছ থেকে যে কোনও সহায়তা এবং নিরাপদে ফিরে আসার জন্য নির্দেশনা পেলে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকব।

অন্ধ্রপ্রদেশে বিস্ফোরণের ঘটনায় শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর, যোষণা আর্থিক সাহায্যের



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১মার্চঃ অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া জেলার একটি কারখানায় ঘটা ভয়াবহ বিস্ফোরণে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে, প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেক নিহতের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।রাষ্ট্রপতি এম্ম হ্যাভেলে এক বার্তায় জানিয়েছেন যে, কাকিনাড়া জেলার একটি কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে বহু মানুষের মৃত্যুর সংবাদ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন এবং দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত আর্থোগ্য কামনা করেছেন।প্রধানমন্ত্রী দক্ষতর থেকেও এম্ম হ্যাভেলে পোস্ট করে এই ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কাকিনাড়া জেলার কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনায় তিনি শোকাহত এবং যারা স্বজন হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছেন। সেই সঙ্গে আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী দক্ষতরের তথ্য অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেক নিহতের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

শ্রীভূমির সীমান্ত দিয়ে আরও ২১ জন অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠালো পুলিশ

গুয়াহাট, ১ মার্চ : শ্রীভূমি পুলিশ পরিচালিত মধ্যরাতের অভিযানে বেশ কয়েকজন শিশুসন্তান ও মহিলা সহ ২১ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে তাঁদের নিজের দেশে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।আজ রবিবার সকালে নিজের অফিশিয়াল এম্ম-এ অনুপ্রবেশকারীদের ছবি সহ এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এ খবর জানিয়েছেন। এম্ম-এ মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, রাত প্রায় ১২টা ৩০ মিনিটে শ্রীভূমি পুলিশ অভিযান চালিয়ে সীমান্ত টপকে ভারত ভূখণ্ডে ২১ জন অনুপ্রবেশকারীকে তাদের দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। জেলা পুলিশের সতর্কতার প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অভিবাীদের আটক করে প্রয়োজনীয় নথিভুক্তির পর ফেরত পাঠানো হয়েছে।তিনি লিখেছেন, ‘ সতর্ক নজর। মধ্যরাতের পদক্ষেপ। ঠিক ১২টা ৩০ মিনিটে ২১ জন অবৈধ অভিবাীকে তাঁদের নিজ নিজ দেশে পাঠানো হয়েছে’। রাতভর সজাগ থেকে পুলিশ কর্মীদের এ ধরনের কর্তব্য সম্পাদনের প্রশংসা করেছেন তিনি।

খামেনেইয়ের মৃত্যুতে লখনউতেও বিক্ষোভ, ট্রাম্পকে তীব্র ভৎসর্না



লখনউ(সংবাদ সংস্থা), ১ মার্চ : ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুতে এবার উত্তর প্রদেশের লখনউতে ক্ষোভে ফেটে পালেন শিয়া মুসলিমরা। ইজরায়েল ও মার্কিন হামলায় নিহত ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেইকে হত্যার প্রতিবাদে লখনউতে শিয়া মুসলিমরা রাওয়ান নেমে বিক্ষোভ দেখান। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তীব্র ভৎসর্না করেন তাঁরা।এক বিক্ষোভকারী বলেন, তাঁরা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) আলোচনার মাধ্যমে প্রতারণা করে চলেছে এবং যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে, কিন্তু আমাদের নেতা ভয় পাননি এবং মাথা নত করেননি। যদি একজন খামেনেই নিহত হন, তাহলে হাজার হাজার খামেনেই জেগে উঠবেন এবং এই যুদ্ধ চলতে থাকবে। ট্রাম্প সহজে জিততে পারবেন না।শিয়া ধর্মগুরু মৌলানা ইয়াসুব আকাস বলেছেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। বিশ্ব মনে করে খামেনেইকে হত্যা করলে ইরান শেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও ইজরায়েল ইরানের কাছ থেকে উপযুক্ত জবাব পাবে। অল ইন্ডিয়া শিয়া পার্লামেন্টাল বোর্ড ৩ দিনের শোক ঘোষণা করেছে, যখন আমরা সবাই কালো পোশাক পরব এবং আমাদের বাড়িতে কালো পতাকা উত্তোলন করব।অন্যদিকে শ্রীলগরতে,ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুতে ক্ষোভে ফেটে পালেন জম্মু ও কাশ্মীরের শিয়া মুসলিমরা। রবিবার সকালে শ্রীলগরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাঁরা। ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ হামলায় মারা গিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই, এই হত্যার প্রতিবাদে এদিন শ্রীলগরে কাশ্মীর শিয়া মুসলমানরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের ছবি নিয়ে রাস্তায় নেমে পানো তাঁরা। আমেরিকা ও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ব্লগানেন দেন হাজার হাজার শিয়া মুসলিমরা। একজন বিক্ষোভকারী বলেছেন, আমাদের প্রিয় নেতা আলি খামেনেইকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছে। শহরের কেন্দ্রস্থলে এই শোক মিছিল শান্তিপূর্তভাবে চলছে।

দূরন্ত বার্তা,কলকাতা রাশিফল

মেঘঃ জাতক জাতিকাদের জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ দিন। আপনি শক্তিতে ভরপুর বোধ করবেন যা আপনাকে সক্রিয় এবং প্রভাবশালী করে তুলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করা হবে। আপনার কিছু পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে, যা আপনার মনকে সতেজ করবে। শুভ দিন।
বৃষঃ আপনার আকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চাশা ভর ধারা প্রভাবিত হওয়ার ঊচ্ছ সন্তাবনা রয়েছে। বিবাহে যোগ মিষ্টনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য সামাজিক এবং মানসিক উদ্দীপনায় পূর্ণ একটি দিন। আপনার কৌতূহল এবং যোগাযোগের ক্ষমতা আপনাকে নতুন সুযোগের কাছাকাছি নিয়ে আসবে। আপনি আপনার আদর্শ স্পষ্ট করার সুযোগ পাবেন, যা আপনার ধারণার ধারণাগুলি অন্যদের সামনে রাখতে সক্ষম করবে। সন্তান হতে পারে আজ ।

কর্কট রাশি : কিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুস্থর থাকবে। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। আপনি যার সাথে ব্যব করছেন তিনি আপনার সাম্প্রতিক কাজ কর্মে অত্যন্ত অতিষ্ঠ হবেন। সতর্ক থাকুন, আপনার প্রেমের সঙ্গী আপনাকে তাগাহমাদ করতে পারে-আমাকে এই নিঃসঙ্গ । আর্থিক উন্নতি হবে নিঃসঃজাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি আত্মবিশ্বাস এবং শক্তিতে পূর্ণ হবে। আপনি নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকবেন এবং আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যরা আপনার পাশে থাকবে।

কন্যা ঃকেউ আপনার মেজাজ বিপর্যস্ত করতে পারে কিন্তু এই বিরক্তিগুলিকে আপনার নাগালে আসতে দেবেন না। এই অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টিম্তা এবং উদ্বেগগুলি আপনার শরীরে হীন প্রভাব আনতে পারে এবং ত্বকের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। শুভদিন

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ভারসাম্য এবং সম্প্রীতির প্রতীক হবে। আপনি এই দিন আপনার কব্জে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এগিয়ে যাবেন এবং আপনার সম্পর্কের মধ্যে আরও সম্প্রীতি স্থাপন করবেন। কারণ সুযোগ।
বৃশ্চিকঃ বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। বৈবাহিক বন্ধনে প্রবেশ করার জন্য ভালো সময়। আপনার প্রাণের বন্ধু সমস্ত দিন আপনি সম্পর্কে চিন্তা করুন। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে ধনঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন সুযোগ এবং সন্তানবার লক্ষণ নিয়ে আসতে চলছে। আপনার ইতিবাচক শক্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং লোকেরা আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। অর্থ ব্যয় মকরঃকাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। সন্তান হতে পারে আজ ।

কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগের দিন। আপনি আপনার সৃজনশীলতা এবং অগ্রগতিতে চিন্তাভাবনায় অসাধারণ পরিবর্তন দেখতে পাবেন। আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করুন, কারণ এটি আপনার নতুন সম্পর্ক তৈরির সময়। কর্মক্ষেত্রে আপনার ধারণা এবং পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ হবে।

মীনঃ কিছু অনিবার্য পরিস্থিতি আপনাকে কিছুটা অস্থিতি দিতে পারে। কিন্তু আপনি অবশ্যই আপনার ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করবেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তাক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত নয়।

আবহাওয়া
শীতের বিদায়ের পর গরম এখনও সেভাবে পড়েনি। আবহাওয়া মোটামুটি স্বস্তিদায়ক রয়েছে। তবে, এই স্বস্তি সাময়িকের। মার্চের শুরুতেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চড়বে তাপমাত্রার পারদ। তাপমাত্রা বাড়বে উত্তরবঙ্গের জেলা গুলিতেও। রবিবার সকাল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকই।আলিপুর আবহাওয়া দক্ষতর সূত্রের খবর, আগামী দু-এক দিনে রাজ্যে তাপমাত্রার হেরফের হবে না। তার পরের তিন দিন তাপমাত্রা বাড়বে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মোটামুটিভাবে মার্চের শুরু থেকেই ধীরে ধীরে বাড়বে তাপমাত্রা। আপাতত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভবনা নেই।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯শত করা এবং সর্বনিম্ন ৩২শতকরা হতেপারে। বৃষ্টিপাতহুনি।
জোয়ার-ভাটা
জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং ১১ রাত ৫৫টা । ভাটা-দুপুর ০২টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয়ঃ সকাল ৬টা ০৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্তঃ পাতঃ আজ ৫টা ৩৭মিনিটে হতে পারে ।

দুরন্তবার্তা, কলকাতা

সরকারি জায়গায় বেআইনি ভাবে মাটি কাটার অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১ মার্চঃ সরকারি জায়গা থেকে বেআইনি ভাবে মাটি কাটার অভিযোগে গ্রেপ্তার তিন জয়নগরে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি সূত্রত মাল্যাকারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিমের তৎপরতায় শনিবার রাতে জয়নগর থানার চোমা এলাকা থেকে তিন জনকে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃত তিনজন হলো - সন্নীর মহাতো (২৬),কায়ম সেখ (৩৫) ও তুষার মন্ডল (২২), দু’য় তিনজনেরই বাড়ি বাসন্তী থানার দশ ভরতগড় এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মাটির গাড়ি। ধৃত ও জনকে জয়নগর থানা থেকে বারকিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। বেআইনি ভাবে মাটি কাটার বিরুদ্ধে এই রকম অভিযান চালাবে বলে এদিন পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

এস.আই.আর. করো, যাই করো, ৪০-৫০ হাজার ভোটে জিতবে তৃণমূল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নলহাটি, ১ মার্চ : এস আই আর করো, যাই করো, ৪০ থেকে ৫০ হাজার ভোটে তৃণমূল জিতবে নলহাটিতে, অনুরত মণ্ডল ঘোষণা করলেন নলহাটি হরিপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয় ফুটবল মাঠে। অনুরত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুরারি বিধায়ক মোশারফ হোসেন, নলহাটি বিধায়ক রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আসাদুজ্জামান প্রমুখ। এদিন অনুরত বলেন, এস আই আর করা হয় শুধুমাত্র ২ কোটি মুসলমান বাদ দেওয়ার জন্য। মমতা মুসলমান বাদ দেওয়ার জন্য সেই ‘এস আই আর’ শেষ করে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদে বাদ দিতে পেরেছে? আচ্ছা বলুন তো, মুসলমান কার বাড়ী ভাঙে তাই দিয়েছে? অতো সস্তা? মুসলমান ভাড়িয়ে দেবে? ১৪ হাজার নাম বিচারধীন আছে। চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। সব নাম তালিকায় উঠে যাবে। আমার বুকেও কিছু বাদ গেছে। কিন্তু তাদের নাম চলনায় সিনহার বুখে তাদের নাম উঠে আছে। কিছু মৃত ব্যক্তির নাম বাদ গেছে। ওগুলো বাদ বললে তো চলেবে না। আপনরা, আমার জন্য তো সুপ্রিম কোর্টে লড়ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে গোটা দেশ বলছে, মমতা জিন্দাবাদ।

মত্ত অবস্থায় দমকল কর্মীকে মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ মার্চ : শনিবার গভীর রাতে পার্ক স্ট্রিট এলাকায় দমকল অফিসের সামনে আশাশুভিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। মত্ত অবস্থায় দমকল কর্মীকে ধাক্কাধাক্কি, মারধর ও হেনস্থাের অভিযোগে তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘিরে রাতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার মধ্যরাতে পার্ক স্ট্রিটের দমকল দফতরের সামনে একটি গাড়ি রাখা নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। অভিযোগে, দমকল অফিসের সামনে গাড়ি রাখতে নিষেধ করেন কর্তব্যরত এক দমকলকর্মী। সেই নিষেধাঙ্খা জ্ঞা মানাতে অস্বীকার করে গাড়ির আরোহীরা তর্কাতর্কি শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে বাকবিতণ্ডা হলেও পরে তা হা হাতহাতিতে গড়ায়। অভিযুক্তেরা ওই দমকল কর্মীর উপর চড়াও হন এবং তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্ত তিন যুবককে সেখানে থেকেই আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে দমকল কর্মীকে হেনস্থা ও মারধরের অভিযোগে মামলা রুজু করে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আশান্তির সময় অভিযুক্তরা মত্ত অবস্থায় ছিলেন। ঘটনার সময় তাঁদের আচরণ অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ছিল বলেও অভিযোগ।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ জানার চেষ্টা চলছে। এদিকে দমকল কর্মীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। বাস্তব পার্ক স্ট্রিট এলাকায় এমন ঘটনা নিয়ে প্রবল উত্তেজিত নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে পুলিশ জানিয়েছে, আইন হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জয়নগরে ডাকাতির আগেই গ্রেপ্তার এক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১ মার্চ : ডাকাতিরা আগেই গ্রেপ্তার এক জয়নগরে। গোপন সূত্রে খ বর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি সূত্রত মাল্যাকারের নির্দেশে পুলিশের বিশেষ টিম শনিবার রাতে জয়নগর থানার বহুতল কলুর মোড় এলাকায় সদস্যজনক অবস্থায় এক ব্যক্তিকে খোরাগুরি করতে দেখে প্রথমে আটক ও পরে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম বুদ্ধিশ্বর চ্যাটার্জী অফেে বামন(২২) বাড়ি বারকিপুর থানার গঙ্গাদুরায়া এলাকায়। ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারকিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের সাথে আছেন কে কে ছিলো তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

যুদ্ধের আবহে মদিনায় আটকে ফিরহাদ হাকিমের পরিবার, ফেসবুক লাইভে প্রিয়দর্শিনী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ মার্চঃ পবিত্র রমজান মাসে ধর্মীয় আচার পালনের উদ্দেশ্যে মা ও মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় গিয়েছিলেন কলকাতার মেয়ার ফিরহাদ হাকিম-এর স্ত্রী। কিন্তু আন্তর্জাতিক অস্থিরতার আবহে হঠাৎ পরিস্থিতি বদলে যায়। যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে আপাতত মদিনাতেই আটকে পড়েছেন মেয়েরের স্ত্রী, কন্যা ও নাতনি। রবিবার ফেসবুক লাইভে এসে এই খবর নিজেই জানান ফিরহাদকন্যা প্রিয়দর্শিনী হাকিম। তিনি জানান, ভিন দেশে আটকে থাকলেও আপাতত তারা নিরাপদেই রয়েছেন। জানা গিয়েছে, এই প্রথম রমজানের সময়ে মদিনায় গিয়েছিলেন তাঁরা। গত তিনদিন ধরে সেখানে অবস্থান করছিলেন। সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। ধর্মীয় আবহ নামাজ; সব মিলিয়ে অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও আবেগঘন। কিন্তু রবিবার নামাজ আদায়ের পরই তাঁরা দূরসংবাদ পান। আন্তর্জাতিক সংঘাতের

কালনা মহকুমায় জ্যোতি আলুর দাম পড়ে তলানিতে, চরম সংকটে চাষিরা

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, ২ মার্চঃ পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমা জুড়ে শুরু হয়েছে জ্যোতি আলু তোলার কাজ। কিন্তু মাঠে ফলন উঠতেই মুখে হাসি তো দূরের কথা, বরং কপালে ভাঁজ পড়েছে আলু চাষিদের। কারণ বাজারে জ্যোতি আলুর দাম নেমে এসেছে বস্তা প্রতি মাত্র ২৮০ থেকে ৩০০ টাকায়। এত কম দামে আলু বিক্রি করতে গিয়ে চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন চাষিরা। চাষিদের দাবি, এক বিঘা জমিতে আলু চাষ করতে খরচ হচ্ছে প্রায় ৩০ হাজার টাকা বা তারও বেশি। শুধু নীজ আলুর পিছনেই খরচ হয়েছে বস্তা প্রতি প্রায় ২২০০ টাকা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সারের অতিরিক্ত দাম; প্রতি বস্তা সার কিনতে খরচ করতে হয়েছে ২১০০ থেকে ২২০০ টাকা। এছাড়াও জমি প্রস্তুত করা, শ্রমিক মজুরি, সেচ, কীটনাশক; সব মিলিয়ে

পরে আসতে হবে হাওয়াই চটি, ৩ হাজার শূন্যপাদের জন্য পরীক্ষায় বসছেন ৮ লক্ষ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ মার্চ : কলকাতা এসএসসি গ্রুপ সি (স্ক্রোল্ড ৮) নিয়োগের পরীক্ষা রবিবার। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে আজ পরীক্ষায় বসছেন পরীক্ষার্থীরা। এর আগে নতুন করে নবম-দশম ও একাদশ এবং দ্বাদশের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। তার ফল প্রকাশও হয়েছে। এবার পরীক্ষা হচ্ছে শিক্ষাকর্মীদের। এ দিকে, আজই আবার রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরীক্ষা চলাকালীন যাতে তারা কোনওভাবেই স্কুলে না ঢোকে সেদিকেও সতর্ক কমিশন। ইতিমধ্যেই ডিজি ও পুলিশ কমিশনার চিঠি পাঠিয়েছে এসএসসি। আজকের পরীক্ষাতেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল, কোনও রকম

ভোটের আগেই বাস অধিগ্রহণে সুস্পষ্ট নীতির দাবি ‘জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিভিকেট’-এর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ মার্চঃ মার্চ মাসের যে কদিনও দিন বেজে যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা। নির্বাচন ঘোষণার আগেই প্রস্তুতি পর্বে নেমেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রশাসন। ভোট প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তা বাহিনী ও নির্বাচনী কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রতিবারই বিপুল সংখ্যক বেসরকারি বাস অধিগ্রহণ করে নির্বাচন কমিশন। আর এই অধিগ্রহণ ঘিরেই প্রায় প্রতি নির্বাচনেই বেসরকারি বাসমালিকদের সঙ্গে প্রশাসনের মতপার্থক্য সামনে আসে। সেই অভিজ্ঞতা মাথায় রেখেই এবার ভোট ঘোষণার আগেই নিজেদের দাবি জানাল বেসরকারি বাস সংগঠন ‘জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিভিকেট’। সংগঠনের তরফে পরিবহণ দফতরের কাছে একটি বিস্তারিত দাবিপত্র দমা দেওয়া হয়েছে। সেই চিঠিতে মোট ছয় দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল, নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন বাস অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট গাইডলাইন

জেরে পরিস্থিতি অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। এরপরই ফেসবুক লাইভে এসে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন প্রিয়দর্শিনী। লাইভে তিনি জানান, মদিনায় এসে তার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত ভালো। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসা মানুষের ভিড়ে শহর ভরে রয়েছে। ভাষা আলোচনা হলেও কেউ কারও থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন না। একে অপরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন সকলে। তাঁর কথায়, ধর্মপালনের এই মিলনমেলা মানুষকে একসূত্রে বেঁধে রাখে। কিন্তু সেই পবিত্র সময়েই যুদ্ধের আবহ মন ভেঙে দিয়েছে। রমজানের মতো পবিত্র মাসে ইসলাম ধর্মাবলম্বী দেশের উপর আঘাত হানার ঘটনায় তিনি নানীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। যারা এই পরিস্থিতি তৈরি করছেন, দ্বন্দ্বের তাঁদের সুবুদ্ধি দিন; এই প্রার্থনাই করছেন তিনি। এদিকে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোলাহ



খরচের অল্প ক্রমশ আকাশছোঁয়া। পূর্ববঙ্গী চলাকার চাষিরা জানিয়েছেন, এত বিপুল টাকা লগ্নি করার পর যদি আলুর চাষায় দাম না মেলে, তাহলে সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়বে। বিঘা প্রতি ফলনও খুব বেশি নয়; গড়ে ৮০ থেকে ৮৫ বস্তা আলু উঠছে। সেই আলু যদি বস্তা প্রতি ২৮০-৩০০ টাকায় বিক্রি করতে হয়, তাহলে খরচ

আলি খামেনেই-কে হত্যার পরিকল্পনা ঘিরে বিস্ফোরক তথ্য সামনে এসেছে। অভিযোগ উঠেছে, ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি দীর্ঘদিন ধরেই নজরদারি চালাচ্ছিল। খামেনেইয়ের ঘনিষ্ঠ মহলা ও কার্যালয়ের আশপাশে গোপনে নজর রাখা হচ্ছিল বলে দাবি করা হয়েছে। এমনকি নিরাপত্তা ক্যামেরা হ্যাক করার অভিযোগও উঠেছে। শনিবার সকালে কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন খামেনেই। সূত্রের দাবি, বৈঠকের সময় ও স্থান সংক্রান্ত তথ্য বাইরে ফাঁস হয়ে যায়। এরপরই মুক্তের যুদ্ধের অনিশ্চয়তায় আবদ্ধ হয়ে পড়বে, তা কল্পনাও করেননি কেউ। তবে আপাতত মদিনায় থাকা ফিরহাদ হাকিমের পরিবারের সদস্যরা নিরাপদে আছেন বলেই জানিয়েছেন প্রিয়দর্শিনী।

চ নেতা শহিদ হয়েছেন। যদিও আন্তর্জাতিক স্তরে পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং একাধিক দেশ সতর্কতামূলক অবস্থান নিয়েছে। এই অস্থিরতার প্রভাব পড়েছে বিদেশে অবস্থানকারী ভারতীয়দের উপরও। জানা গেছে, দুবাইতে আটকে পড়েছেন টলিউড অভিনেত্রী গুন্ডশী গাদুলি ও তাঁর পুত্র। একইসঙ্গে অভিনেত্রী সোনাল চৌহান এবং ব্যাডমিন্টন তারকা পিভি সিঙ্কু-ও আপাতত বিদেশে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে। প্রত্যেকেই নিরাপদে রয়েছেন বলে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর। সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে আন্তর্জাতিক মহলে। ধর্মীয় আবহে শান্তিপূর্ণ সফর যে মুহূর্তে যুদ্ধের অনিশ্চয়তায় আবদ্ধ হয়ে পড়বে, তা কল্পনাও করেননি কেউ। তবে আপাতত মদিনায় থাকা ফিরহাদ হাকিমের পরিবারের সদস্যরা নিরাপদে আছেন বলেই জানিয়েছেন প্রিয়দর্শিনী।

আত্মহত্যা করা ছাড়া আর উপায় থাকবে না।’ চাষিদের আরও অভিযোগ, আলুর রপ্তানি টিকমতো হচ্ছে না বলেই বাজারে দাম পড়ে যাচ্ছে। তাঁদের দাবি, আমদানি খুব বেশি না হলেও রপ্তানির গতি স্লথ হওয়ায় বাজারে অতিরিক্ত জোগান তৈরি হচ্ছে। যদি সঠিকভাবে রপ্তানি ব্যবস্থা চালু থাকে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে আলুর দাম অনেকটাই স্থিতিশীল থাকবে বলে মনে করছেন তাঁরা। এমনবিস্তার্য চাষিদের দাবি, সরকার দ্রুত হস্তক্ষেপ করে নুনতন সহায়ক দ্রব্য নির্যায় করুক, রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজ করুক এবং প্রয়োজনে আলু সংগ্রহ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করুক। তা না হলে বছরের পর বছর পরিশ্রম করে চাষ করা কৃষকদের ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন কালনা মহকুমায় আলু চাষিরা।

বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে স্কুলের সংস্কার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ মার্চ : বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে হাওড়ার শতাব্দীপ্রাচীন স্কুলের সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হলো। ১৬২ বছরের সুপ্রাচীন বালি গার্লস হাই স্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক) সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় খুশি সকলে। এর আগে স্কুলের ভয়ানশা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এলাকার বিধায়কের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। স্কুলের অনুরোধে এগিয়ে আসেন বালির বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জি। এরপরই কাজ সম্পূর্ণ হয়। এই বিষয়ে বিধায়ক বলেন, ‘এটি অত্যন্ত প্রাচীন এবং গর্বের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। স্কুলটি দীর্ঘদিনের হওয়ায় বেশ কিছু অংশ সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ছাদ ফেটে জল পড়ত। বাচ্চাদের স্কুল করতে অসুবিধে হত। বর্ষাকালে কর্মক্ষান্ত রাস্তায় চটচলত করতে ছাত্রীদের অসুবিধা হচ্ছিল। স্কুল থেকে আমার কাছে আবেদন জানানো হয়। এরপরই বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে বিল্ডিং এর ছাদ মোরামত, স্কুলের বাউন্ডারি ওলাই নির্মাণ, ঢোলী রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি কাজ ওনাদের চাহিদা মতোই পূরণ করা হয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকেও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে এই কাজ করতে পেরেছি বলে। এই স্কুলের আরও কিছু জিনিসের প্রয়োজন আছে। সেগুলি আমরা আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।’

কংক্রীটের ঢালাই রাস্তা ও কবরস্থানের প্রাচীর কাজের সূচনায় স্থানীয় বিধায়ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্য একাধিক উন্নয়ন মূলক কাজ চলছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে। আর তাঁরই অঙ্গ হিসাবে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের প্রচেষ্টায় জয়নগর ২নং ব্লকের মহাদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪৪নং বুকে কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা ১৫৪ ও ১৫৫নং বুখে ঢালাই রাস্তা ও কবরস্থানে পাঁচিল দিয়ে ঘেরার কাজের শুভ সূচনা হয়ে গেল রবিবার। এদিন সূচনার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, মহাদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানু মন্ডল, ময়াদা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জন্মাত হোসেন মোল্লা, জয়নগর ২নং ব্লক পঞ্চায়েত সভাপতির সদস্য রাজেন্দ্র মিত্রি সহ আরো অনেকে। এদিন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তার সৈনিক হিসেবে আমি ও এলাকার মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছি। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যা মেনে এই কাজটি করা হলো। এতে বহু মানুষ উপকৃত হবেন।

ইরানে আটকে এক পরিবারের ৫ সদস্য, উৎকর্ধায় পরিবার

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ,বসিরহাট, ২ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের দামামা, ইরানে আটকে পাঁচজন। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের শাঁকুড়া বাওড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঠপাড়া এলাকার ঘটনা। আট বছর আগে দেশ ছেড়ে ইরানে গিয়েছিলেন পড়াশোনা করতে, বছর ৩৪ এর আমির হোসেন গাজী, স্ত্রী বছর ২৮ এর উষা পারভীন, দুই পুত্র সন্তান এক কন্যা সন্তান নিয়ে পাঁচজন সদস্য এরা গত আট বছর আগে ইরানে গিয়েছিলো। পড়াশুনা করতে তারপর মেয়ে সেখানেই থেকে যায়। সেখানে একদিকে পড়াশোনা অন্য দিকে শিক্ষকতা সঙ্গে যুক্ত এই পরিবারের অভিভাবকা। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের দামামা বাজায় উৎকর্ধায় দিন কাটাচ্ছে বৃদ্ধা মাই ইয়ার নানু বিবি, দাদা, সোই গাজী, ভাই বাবুর গাজী। দাদা সোই দিনে মোট ১৫ জন সদস্য আজ আতঙ্ক হতাশা গ্রাস করে তাকিয়ে বসে আছে করে ছেলে ঘরে ফিরবে গত ৪৮ ঘণ্টা আগে বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে শেষ কাজ হয়েছিল আমিরের,সে বলেছিল খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি অর্থ পাঠাতে দেশে ফিরবে তারপর থেকে আর তার যোগাযোগে হাননি, ইতিমধ্যেই ইরান সরকার গতকাল থেকে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে, রবিবার সকাল বেলায় ইরানের প্রেসিডেন্ট আয়াতুল্লাহ খামিনি হাই হায়েছে সংবাদ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে তার মধ্যে চলছে একের পর এক মিসাইল হামলা একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেছে চারটি দেশ। ইতিমধ্যে ভারতীয় দুতাবাস ভারতীয় নাগরিকদের জন্মেছে নিরাপত্তা ও সুরক্ষিত থাকার জন্য নির্দেশিকা জারি করছে এমনকি অবিলম্বে যাঁরা ইরান ছেড়ে দেশে ফিরে তার সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তার মধ্যেই বসিরহাটের গাজী পরিবার দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে কবে ফিরবে পরিবারের ৫ সদস্য।

ভোটার তালিকা সংশোধনের চাপে বিএলও-র মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ মার্চ : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া চলাকালীন ফেরে মৃত্যু এক যুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-র। হন্দরোগে আক্রান্ত হয়ে রবিবার সকালে মৃত্যু হয়েছে কামারহাটি পুরনভা এলাকার এক বিএলও-র। শনিবার প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ‘বিচার্যধীন’ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। পাশাপাশি একাধিক ভোটারের নাম বাদ পড়া বা বিচার্যধীন থাকার জেরে লাগাতার ফোন ও অভিযোগের চাপে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন বলে দাবি পরিবার ও স্থানীয়দের। মৃত বিএলও-র নাম মহম্মদ তাহির। বয়স ছিল ৫০ বছর। তিনি কামারহাটি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আনোয়ার বাগান এলাকার বাসদ। তাহির ৬৯ নম্বর বুথের বিএলও-র দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি ৫৭ থেকে ৬৪ নম্বর বুথ পর্যন্ত সুপারভাইজারের অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরেই কাজের প্রবল চাপের কথা বলতেন তিনি। বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রায় প্রতিদিনই দীর্ঘ সময় কাজ করতে হচ্ছিল। শনিবার বিকেলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। অভিযোগ, বহু ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে বা বিচার্যধীন হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বুথগুলির বাসিন্দারা একের পর এক ফোন করতে থাকেন তাহিরকে। অনেকেই ক্ষোভ ও উদ্বেগ জানাতে থাকেন। স্থানীয়দের দাবি, তাঁর নিজের নামও বিচার্যধীন তালিকায় ছিল, যা নিয়ে তিনি মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছিলেন। রবিবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ বাড়ির সামনে বসে ছিলেন তিনি। সেই সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রতিবেশীদের দাবি, আচমকা বুকে ব্যথা শুরু হয় এবং মুহূর্তের মধ্যে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। প্রতিবেশী নিজামুদ্দিন জানান, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব, ভোটারদের চাপ এবং ব্যক্তিগত উদ্বেগ;সব মিলিয়ে তিনি মানসিকভাবে চাপে ছিলেন। তাঁর কথায়, তরুেকজন মানুষ কতটা চাপ নিতে পারে? চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর থেকেই ফোন খামছিল। দল খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় তৃণমূল নেতা মহম্মদ ইমতিয়াজ। তিনি জানান, তাহির পেশায় একজন সহকারী শিক্ষক ছিলেন এবং স্থানীয় মুসলিম ইউপি স্কুলে কর্মরত ছিলেন। পাশাপাশি বিএলও হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তাঁর দাবি, অতিরিক্ত কাজের চাপ ও মানসিক উদ্বেগের কারণেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, জাতকালের তালিকা প্রকাশের পর থেকেই নানা অভিযোগের ফোন আসছিল। ওঁর নিজের নামও বিচার্যধীন ছিল। এত চাপ একজন মানুষের পক্ষে বহন করা কঠিন দ এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে বিএলও-দের উপর কাজের চাপ ও মানসিক চাপ কমানোর দাবি তুলেছেন। বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাঁদের জন্য শুষ্ক সহায়তা ও মানসিক সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকা দরকার বলেই মত অনেকের।

নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে উন্নয়নের কর্মসূচি



দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারের উন্নয়নকে সামনে রেখে জয়নগর বিধানসভার ফুটিগোদা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার বিকালে তুলসিঘাটা মোড়ে উন্নয়নের সংলগ্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে অংশ নেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, জয়নগর এক নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ভূহিন বিশ্বাস, ফুটিগোদা পঞ্চায়েত প্রধান রীনা মন্ডল, উপপ্রধান সুকান্ত সরদার, ফুটিগোদা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোবিন্দ বিশ্বাস, জয়নগর এক নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আই এন টি টি ইউ সির সভাপতি মার্তিন হালদার, বিখান হালদার, মনোজ মুদৈ, চাটাজী সহ আরো অনেকে। এদিন ভূহিন বিশ্বাস তুলে ধরেন এস আই আরের সময় কিভাবে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে থেকে কিভাবে সহায়তা করা যায় তা করেছেন। তৃণমূল মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে জানে। খান জিয়াউল হক তুলে ধরেন কি ভাবে সংগ্রাম করে ক্ষমতায় এসেছেন। মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কিভাবে পালন করেন। আর বিজেপি কিভাবে নির্বাচন কমিশনকে সাথে তৃণমূলকে হারাতে এস আই আরের নামে কিভাবে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দিয়েছেন। এদিন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, বিজেপির নেতৃহত্মাধী ককেন্দ্রের সরকার সাধারণ মানুষকে কিভাবে ঘোঁকা দিচ্ছে। এস আই আরের সময় কোনো বিজেপি কর্মী সমর্থককে সাধারণ মানুষের পাশে দেখতে পাওয়া যায়নি, অথচ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা মানুষের পাশে ছিলো। তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে থাকতে জানে। ১৫ বছরে রাজ্যের উন্নয়নের জোয়ার বয়ে গেছে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থাকুন আর উন্নয়নের শরিক হন। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তৃণমূলই ভরসা। এদিন উন্নয়নের সংলগ্ন কর্মসূচির অন্তর্গত লক্ষী এলো ঘরে বিষয়ক একটি তথ্য চিঠি দেয়াহো হয়। এদিনের অন্ত্যুানে মেসেদের উপস্থিতি ছিলে দেখার মতন।

রেলগেট ‘সমস্যা’, আন্ডারপাস সহ কয়েক দফা দাবিতে আন্দোলন



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ মার্চ : রেল গেট নিয়ে ‘সমস্যা’, আন্ডারপাস সহ কয়েক দফা দাবিতে এবার আন্দোলনে বাকসাতার মানুষ। ‘রেল গেট থেকে মুক্তির দাবিতে’ এরআর আন্দোলনে নামানেন হাওড়ার বাকসাতারাসী। দমদম নির্বিশেষে রবিবার সকালে তাঁরা রেল গেটের সামনে প্রতিবাদ মঞ্চ করে আন্দোলন শুরু করেন। পাশাপাশি, এদিন এক গণধাক্কর কর্মসূচিও নেওয়া হয়। তারের দাবি, এই রেল গেটের কারণে যাতায়াতের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে। সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, অফিস যাত্রী, নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে রোগীর অ্যাম্বুলেন্স। অবিলম্বে এই রেল গেট থেকে মুক্তির দাবিতে এদিন গণ অবস্থান ও প্রতিবাদ সভায় যোগোজন করা হয় বাকসাতা। বেতড় রেলগেট ক্রসিং সংলগ্ন এলাকায়। এই আন্দোলন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী বিক্রম চ্যাটার্জী, মুন্সিয়া মেহের, সুকান্ত পোদার, নরেন্দ্র পাট্টাচার্জি, সঞ্জয় মিত্র সহ বাকসাতার বাসিন্দারা। এসময়ও এদিনের এই কর্মসূচির প্রসঙ্গে আন্দোলনকারীরা জানান তাঁদের দাবি, প্রয়োজনে পর্যাপ্ত আরপিএফ মোতায়েন করে উভয় রেল গেটে ঘন ঘন থেে লাা নিশ্চিত করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, লেভেল ক্রসিংয়ের সামনে অগ্নিজনজ্ঞীয় ইফ্রন শালিৎ এবং ট্রেনের দীর্ঘক্ষণ তাঁকে কলিয়ে তারা বন্ধ করতে হবে, দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুত আন্ডারপাস নির্মাণকাজ অবিলম্বে শুরু করে সর্বোচ্চ এক বছরের মধ্যে সেই কাজ সম্পন্ন করতে হবে, রেল গেট এলাকার চারপাশে এমন কোনও বেড়া বা প্রতিবন্ধক কাঠামো নির্মাণ না করার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে যা জনসাধারণের চলাচলে অতিরিক্ত ব্যাধা সৃষ্টি না করে।

ভোটার তালিকা প্রযুক্তিগত বিভ্রাট, চরম উদ্বেগে ভোটাররা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ মার্চ : এসআইআরের প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা শনিবার বিকেলে অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর তালিকা ডাউনলোডের দ্রুোগে মিললেও শুরুতে তা দেখতে সমস্যায় পড়েন বহু ভোটার। পরে প্রযুক্তিগত ত্রুটি সাময়িকভাবে কাটলেও রবিবার সামনে আসে নতুন জটিলতা। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বেশ কয়েকটি বিধানসভার একাধিক বুথের ভোটার তালিকা অনলাইনে ডাউনলোড করা গেলেও পিডিএফ খুললে সেখানে কোনও তথ্য দেখা যাচ্ছে না। উত্তর কলকাতার চৌরঙ্গি বিধানসভার ১ নম্বর বুথ, হোয়ার স্কুল কেন্দ্রের তালিকা ডাউনলোড করার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ। একই সমস্যা দেখা গিয়েছে দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারি বিধানসভার ২০৬ নম্বর বুথ, দিলিগঞ্জ হাই স্কুল কেন্দ্রেও। এ শুধু কলকাতা শহরেই নয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বেহোলা পূর্ব বিধানসভার ২৪৮ নম্বর বুথের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৯১ সংখ্যা, সোমবার, ১৭ ফাল্গুন, ১৪৩২

শিক্ষার অন্দরমহলে প্রশ্নের ঝড়

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা আজ এক গভীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিটি স্তরে একের পর এক প্রশ্ন উঠছে, জমছে সংশয়, বাড়ছে অস্বস্তি। শিক্ষা কেবল পরীক্ষার ফল বা চাকরির সুযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটি একটি সমাজের বৌদ্ধিক ভিত্তি, নৈতিক চেতনা এবং ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্মাণের প্রধান উপকরণ। সেই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যখন বারবার বিতর্কের মেঘ জমে, তখন তা কেবল প্রশাসনিক ত্রুটির ইঙ্গিত দেয় না তা ইঙ্গিত করে গভীর

কাঠামোগত সংকটের দিকে। প্রথম প্রশ্নটি আস্থার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা কি আগের মতো অটুট আছে? শিক্ষক নিয়োগ, স্থানান্তর, পদোন্নতি কিংবা পরীক্ষা প্রক্রিয়া-এসব নিয়ে যে বিতর্ক ও অভিযোগ গত কয়েক বছরে সামনে এসেছে, তা মানুষের মনে সন্দেহের বীজ বপন করেছে। আলপতের পর্ববেক্ষণ, দত্তসেত্র খবর, অনিশ্চয়তার ঝুলে থাকা হাজার হাজার প্রার্থীর ভবিষ্যৎ-এই সব মিলিয়ে শিক্ষাক্ষেত্র যেন প্রশাসনিক জটিলতার এক গোলকধাঁধায় আটকে পড়েছে। যে তরুণ-তরুণীরা দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষকতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাদের অনেকেই আজ হতাশ, ক্ষুব্ধ, বিভ্রান্ত। এই পরিস্থিতি শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতির গল্প নয় এটি গোটা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্নটি মানের। বিদ্যালয়ে পাঠদানের গুণমান কি যথাযথ? গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষার মধ্যে বৈষম্য কি কমেছে, নাকি বেড়েছে? বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিকাঠামোর ঘাটতি, শিক্ষকসংখ্যার অপ্রতুলতা, প্রযুক্তিগত সুবিধার অভাব এখনও বাস্তবতা। অন্যদিকে শহরের কিছু নামী বিদ্যালয়ে তুলনামূলকভাবে উন্নত পরিসর থাকলেও, সেখানে প্রতিযোগিতার চাপ, কোচিং-নির্ভরতা এবং ফলকেন্দ্রিক মানসিকতা শিক্ষার স্বাভাবিক আনন্দকে ক্ষুণ্ণ করছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি কেবল উচ্চ নম্বর, নাকি জ্ঞানচর্চা ও মানবিক বিকাশ? এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর আমরা কি পরিস্ফুরণে দিতে পারছি? তৃতীয় প্রশ্নটি পাঠক্রমে। সমস্তের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাঠ্যসূচি কি যথেষ্ট হালনাগাদ হচ্ছে? বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ-এই সব ক্ষেত্রেই দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে, তা খোলাপাঠের পাঠ্যক্রম প্রভাবিত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ডিগ্রি দেওয়ার প্রতিষ্ঠান নয় এটি স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্র, গবেষণার কেন্দ্র সেখানে যদি প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা বা রাজনৈতিক প্রভাব অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবেশ করে, তবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। গবেষণার পরিকাঠামো, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, শিল্পের সঙ্গে সংযোগ-এসব ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গকে আরও এগোতে হবে। অন্য রাজ্যের তুলনায় আমরা কোথায় পিছিয়ে পড়ছি, তা খোলাখুলি বিশ্লেষণ করা জরুরি। ষষ্ঠ প্রশ্নটি আর্থিক। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট? বিদ্যালয়ের তরন সংস্থার, ল্যাবরেটরি, গ্রন্থাগার, ডিজিটাল অবকাঠামো-এসবের জন্য নিয়মিত বিনিয়োগ দরকার। বহু বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাসরুমের যোগাধা হলেও বাস্তবে তা কতটা কার্যকর, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ডিজিটাল শিক্ষার প্রসার কেবল যন্ত্র বিতরণে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণ, ইন্টারনেট সংযোগের স্থায়িত্ব, রক্ষণাবেক্ষণ-এসবই সমান গুরুত্বপূর্ণ। নড়ে প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে পরিণত হবে, শিক্ষায় প্রকৃত পরিবর্তন আনবে না। সপ্তম প্রশ্নটি সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিয়ে। তফসিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য নানা প্রকল্প চালু আছে। কিন্তু প্রকল্পের যোগাণার চেয়ে তার বাস্তব প্রভাব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। স্কুলছুটের হার কি কমেছে? প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা কি পূর্ণাঙ্গ সহায়তা পাচ্ছে? বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য পরিকাঠামো কি যথেষ্ট? শিক্ষাকে সত্যিকার অর্থে অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হলে কেবল আর্থিক অনুদান নয়, মানসিক সহায়তা ও সামাজিক সচেতনতা জরুরি। অষ্টম প্রশ্নটি শিক্ষক সমাজের মর্যাদা নিয়ে। শিক্ষকতা একসময় অত্যন্ত সম্মানজনক পেশা হিসেবে বিবেচিত হত। আজও সেই মর্যাদা সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবনি, কিন্তু নানা বিতর্ক ও প্রশাসনিক জটিলতা শিক্ষক সমাজকে চাপে ফেলেছে। অস্থায়ী নিয়োগ, বেতন কাঠামোর অসাম্য, অতিরিক্ত প্রশাসনিক কাজের চাপ-এসব শিক্ষকদের মূল কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। একজন শিক্ষক যদি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, তবে তিনি কীভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করবেন? শিক্ষক প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা, পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এখন সময়ের দাবি। নবম প্রশ্নটি ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষাঙ্গণের পরিবেশ নিয়ে। গণতান্ত্রিক সমাজে মতপ্রকাশের অধিকার অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই অধিকার যদি হিসসা, ভয়ভীতি বা দলীয় আধিপত্যে পরিণত হয়, তবে শিক্ষার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্যাম্পাস হওয়া উচিত বিতর্কের, যুক্তির, সহনশীলতার ক্ষেত্র। সেখানে ভিন্নমতকে দমন করা বা প্রশাসনিক শক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর। একইসঙ্গে ছাত্র সংগঠনগুলিরও দায়িত্ব আছে শিক্ষার মূল লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া। দশম প্রশ্নটি কর্মসংস্থান। শিক্ষার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের যোগসূত্র কতটা সুদৃঢ়? বহু শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করার পরও উপযুক্ত চাকরি পাচ্ছেন না। অতএব সময় এসেছে আত্মসমালোচনার। দেশারোপের রাজনীতি নয়, সমাধানের রাজনীতি প্রয়োজন। প্রশাসন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক-সবহিকে নিয়ে এক যৌথ প্রচেষ্টা ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব নয়।

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

একজন মানুষের পড়াশোনার পরিমাণ নয়, বরং তার চিন্তাবাবনার পরিমাণই শিক্ষার স্তর নির্ধারণ করে। চিন্তা, চিন্তা, চিন্তা, নতুন চিন্তার সংগ্রাম, প্রচেষ্টায় কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত, এটাই পথ। এবং এর জন্য চিন্তার আদান-প্রদান অপরিহার্য। আদর্শ আমাদের কাছে কোন রূপে প্রদর্শিত হচ্ছে তা মনে হয় না উর্ধ্বমুখী পথ কটিন না সহজ তা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের নিজস্ব সংগ্রামই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই আমরা উন্নতি লাভ করি। স্বাধীনতার পরীক্ষা হলো তা অনুভব করার ক্ষমতা স্বাধীনতার অনুভূতিই হলো স্বাধীনতা হ্যাঁ, চিন্তাই হলো স্বাধীনতা। যে কেউ জীবনের বন্ধনের বাইরে বাস্তবতাকে অনুভব করেছে, সে প্রকৃতপক্ষেই মুক্ত।

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

জগতে মানুষ যত-কিছু দুঃখ পায় তাঁর অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত থেকে আসে, ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মন্দ। যদি ভাল চাও তো জ্ঞানান্ধিমান ছাড়, সকারই কথা শোন আর, যা তোমার হৃদয়ের বিস্তারের সাহায্য করে তাই কর। জ্ঞানান্ধিমান জ্ঞানের যত অন্তরায় আর কোন রিপু তত নয়। যদি শিক্ষা দিতে চাও তাকে কখনই শিক্ষক হ'তে চেও না। আমি শিক্ষক, এই অঙ্করাই কাউকে শিক্ষিত দেয় না। অহংকে যত দূরে রাখবে তোমার জ্ঞানের বা দর্শনের পাল্লা তত বিস্তার হবে। অহট্টা যখনই উল্লিখে যায়, জীব তখনই সর্বগুণসম্পন্ন-নিষ্ঠুর হবে। যদি সান্নাধ্য উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপিতা ভাগ কর। প্রত্যেকের মা-ই জগজ্জননী। প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন রূপ, এনানতর ভাবতে হয়। অমৃতময় বারি কপটের নিকট তিত্ত লবণময়, তীরে যাইহাও তাঁর তৃষ্ণা নিবারণিত হয় না।

মার্কিন মূলুকে বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ। ভারতের সামনে সুযোগ, না নতুন অনিশ্চয়তার দ্বার?

বিশেষ প্রতিনিধি

বিশ্ব অর্থনীতির মানচিত্রে আজ এক অদ্ভুত টানাপোড়েনের সময়। ভূরাজনীতি, প্রযুক্তিগত আধিপত্যের প্রতিযোগিতা, সরবরাহ শৃঙ্খলের পুনর্বিন্যাস এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপ-সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আর নিছক পণ্য আদানপ্রদানের বিষয় নয় এটি হয়ে উঠেছে কৌশলগত অস্ত্র। এই প্রেক্ষাপটে ভারত ও আমেরিকার সম্ভাব্য বা প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে যে আলোচনা শুরু হয়েছে, তা নিছক দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার প্রশ্ন নয় এটি ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ, শিল্পনীতি, কৃষি সুরক্ষা এবং কূটনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। প্রশ্ন উঠছে, এই চুক্তি ভারতের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্যূরার খুলবে, নাকি নতুন নির্ভরতার জালে জড়িয়ে ফেলবে? ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক গত এক দশকে বহুস্তরীয়ভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, কৌশলগত সহযোগিতা-সব ক্ষেত্রেই দুই দেশের যোগাযোগ বেড়েছে। বাণিজ্যও তার বাইরে নয়। যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের অন্যতম বৃহ রপ্তানি গন্তব্য। তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা থেকে গুয়ুমশিল্প, হীরক ও গয়না থেকে টেক্সটাইল-বহু ক্ষেত্রেই ভারতীয় পণ্য ও পরিষেবার বড় বাজার আমেরিকা। আবার ভারতও আমেরিকা থেকে আমদানি করে প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা সামগ্রী, জ্বালানি ও কৃষিজ পণ্য। এই পারস্পরিক নির্ভরতা একদিকে সুযোগ তৈরি করে, অন্যদিকে সৃষ্টি করে জটিলতা। মার্কিন অর্থনীতি বিশ্বের বৃহত্তম ভোক্তা বাজারগুলির একটি। সেখানে প্রবেশাধিকার বাড়ানো যে কোনও রপ্তানিমুখী দেশের কাছে আকর্ষণীয়। ভারতীয় শিল্প, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, যদি শুশ্কহ্রাস বা অসুস্থ বাধা ক্কার ফলে সহজে মার্কিন বাজারে প্রবেশ করতে পারে, তবে তা কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। পরিষেবা খাতে, বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তি ও পেশাদার পরিষেবার, ভারতীয় সংস্থাগুলির দক্ষতা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। একটি অনুকূল বাণিজ্য চুক্তি তাদের আরও প্রসার ঘটাতে পারে। কিন্তু এখানেই প্রশ্নের সূচনা। কোনও বাণিজ্য চুক্তি একমুখী হয় না। বাজার খুলতে গেলে পারস্পরিক ছাড় দিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় শুষ্ক কাঠামো, বিশেষত কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যে উচ্চ শুষ্ক নিয়ে আপত্তি জানিয়ে এসেছে। তারা চায়, ভারত তার বাজার আরও উন্মুক্ত করুক। ভারতের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত সহজ নয়। কৃষি খাত এখনও কোটি কোটি মানুষের জীবিকার সঙ্গে জড়িত। উন্নত ভারতের ভূত্বকিপ্রাপ্ত কৃষিপণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ক্ষুদ্র

কৃষক কতটা টিকেতে পারবেন? যদি শুষ্ক হ্রাসের ফলে সস্তা আমদানি বাড়ে, তবে গ্রামীণ অর্থনীতির উপর তার প্রভাব কী হবে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর স্পষ্ট না হলে কোনও চুক্তির সুফল সীমিত হয়ে যেতে পারে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকার ও গুয়ুধশিল্প।



ভারত জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। সুলভ মূল্যে ওষুধ সরবরাহের জন্য বহু উন্নয়নশীল দেশ ভারতের উপর নির্ভরশীল। মার্কিন সংস্থাগুলি প্রায়শই কঠোর বৌদ্ধিক সম্পত্তি সুরক্ষার দাবি তোলে, যা জেনেরিক উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ করতে পারে। যদি কোনও চুক্তির ফলে ভারতের আইন বা নীতি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে সস্তা ওষুধ উপাদান কঠিন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। একটি অনুকূল বাণিজ্য চুক্তি তাদের আরও প্রসার ঘটাতে পারে। কিন্তু এখানেই প্রশ্নের সূচনা। কোনও বাণিজ্য চুক্তি একমুখী হয় না। বাজার খুলতে গেলে পারস্পরিক ছাড় দিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় শুষ্ক কাঠামো, বিশেষত কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যে উচ্চ শুষ্ক নিয়ে আপত্তি জানিয়ে এসেছে। তারা চায়, ভারত তার বাজার আরও উন্মুক্ত করুক। ভারতের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত সহজ নয়। কৃষি খাত এখনও কোটি কোটি মানুষের জীবিকার সঙ্গে জড়িত। উন্নত ভারতের ভূত্বকিপ্রাপ্ত কৃষিপণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ক্ষুদ্র

ও প্রতিযোগিতার মধ্যে অবদ্ধ। সরবরাহ শৃঙ্খল পুনর্গঠনের যে প্রক্রিয়া চলছে, সেখানে ভারতকে সম্ভাব্য বিকল্প উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে দেখা হচ্ছে। 'চায়না প্লাস ওয়ান' কৌশলের আলোচনায় ভারতের নাম উঠে আসে। মার্কিন বাজারে অধিক প্রবেশাধিকার পেলে এই সম্ভাবনা বাস্তব রূপ পেতে পারে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন অবকাঠামো উন্নয়ন, নীতির স্থায়িত্ব এবং দক্ষ মানবসম্পাদ। কেবল চুক্তি স্বাক্ষর করলেই বিনিয়োগের স্রোত বইবে না বিনিয়োগকারীরা স্থিতিশীলতা ও স্বচ্ছতা খোঁজেন। দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা বনাম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা-এই দ্বন্দ্ব নতুন নয়। একদৈনিক উদারীকরণের পর থেকে ভারত ধীরে ধীরে তার বাজার খুলেছে। তবু কিছু খাতে সুরক্ষা বজায় রেখেছে। প্রশ্ন হল, এখন কি আরও দ্রুত উন্মুক্ত হওয়ার সময়? নাকি সম্পর্ক হিসেবে দেখে এবং নাগরিকদের তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চায়। অন্যদিকে মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলি মুক্ত ডেটা প্রবাহের পক্ষে। একটি বাণিজ্য চুক্তি যদি এই ক্ষেত্রে ভারতের নীতিনির্ধারণী স্বাধীনতাকে সীমিত

রাজনীতি প্রায়শই অভিবাসন ইস্যুতে কঠোর অবস্থান নেয়। একটি বাণিজ্য চুক্তি এই সমস্যার সমাধান কতটা করতে পারবে, তা অনিশ্চিত। বাণিজ্য ও অভিবাসন নীতি পরস্পর সম্পর্কিত হলেও সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। ফলে প্রত্যাশা ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান তৈরি হতে পারে। আরও একটি সূক্ষ্ম দিক হল কৌশলগত নির্ভরতা। কোনও বৃহৎ অর্থনীতির সঙ্গে গভীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি সেই সম্পর্ক একতরফা নির্ভরতায় পরিণত হয়, তবে তা খোঁজেন। দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা বনাম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা-এই দ্বন্দ্ব নতুন নয়। একদৈনিক উদারীকরণের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে হবে, অন্যদিকে ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বাজারেও সক্রিয় থাকতে হবে। বহুমুখী কৌশলই সুরক্ষার পথ। এখানে স্বচ্ছতা ও গণআলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। বাণিজ্য চুক্তি প্রায়শই জটিল আইনি ভাষায় রচিত হয়, যার প্রভাব সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয় না। কিন্তু কৃষক, শ্রমিক, শিল্পপতি, ভোক্তা-

সবার জীবনেই তার প্রভাব পড়ে। তাই আলোচনার আগে ও পরে বিস্তৃত পরামর্শ, সংসদীয় বিতর্ক ও বিশেষজ্ঞ মতামত জরুরি। দ্রুত সাফল্যের আকাঙ্ক্ষায় যদি পর্যাণ্ড মূল্যায়ন ছাড়া চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে ভবিষ্যতে সংশোধন কঠিন হতে পারে। ভারতের অর্থনীতি এখন এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে। উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়ন, উৎপাদন সংক্রান্ত প্রপোদনা, স্টার্ট-আপ সংস্কৃতি-সব মিলিয়ে একটি পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চলছে। মার্কিন বাজারে বাড়তি প্রবেশাধিকার এই প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে পারে। কিন্তু একইসঙ্গে অভ্যন্তরীণ সংস্থার, দক্ষতা উন্নয়ন ও নীতি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত না হলে সুযোগ হাতছাড়া হবে। অর্থনীতির পাশাপাশি রাজনৈতিক মাত্রাও বিবেচ্য। একটি বাণিজ্য চুক্তি দুই দেশের সম্পর্কের বার্তা বহন করে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তা কৌশলগত ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু কোনও দেশের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার মানেই অন্য কারও বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া নয়-এই ভারসাম্য বজায় রাখা কূটনীতির সূক্ষ্ম শিল্প। ভারত এতিহাসিকভাবে কৌশলগত স্বায়ত্ত্বশাসনের নীতি অনুসরণ করেছে। সেই নীতি অক্ষুণ্ণ রেখে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোই হবে বিচক্ষণতার পরিচয়। সব মিলিয়ে প্রশ্ন একটাই-ভারত কি প্রস্তুত? প্রস্তুতি মানে কেবল আলোচনার টেবিলে শক্ত অবস্থান নয় প্রস্তুতি মানে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি, সম্ভাব্য ঝুঁকির মূল্যায়ন এবং দীর্ঘমেয়ালি লক্ষ্য নির্ধারণ। একটি চুক্তি তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সাফল্য এনে দিতে পারে, কিন্তু তার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় বছরের পর বছর ধরে। মার্কিন বাজারে প্রবেশের লোভ যেমন প্রবল, তেমনই সতর্কতার প্রয়োজনও তীব্র। সুযোগ ও ঝুঁকি পাশাপাশি হাটে। ভারতের উচিত আত্মবিশ্বাসী কিন্তু বাস্তববাদী থাকা। আত্মবিশ্বাসী, কারণ তার বাজার বড়, তার মানবসম্পদ দক্ষ, তার কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস্তববাদী, কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আরেগের স্থান কম সেখানে হিসাব-স্বচ্ছ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়। অতএব, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তি ভারতের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। এটি হতে পারে নতুন উত্থানের সোপান, যদি তা সুপরিকল্পিত ও উচিত ভাবে গ্রহণ করা যায়। অতএব, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে হবে, অন্যদিকে ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বাজারেও সক্রিয় থাকতে হবে। বহুমুখী কৌশলই সুরক্ষার পথ। এখানে স্বচ্ছতা ও গণআলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। বাণিজ্য চুক্তি প্রায়শই জটিল আইনি ভাষায় রচিত হয়, যার প্রভাব সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয় না। কিন্তু কৃষক, শ্রমিক, শিল্পপতি, ভোক্তা-

পলাশের আঙুনে পুরুলিয়ার বসন্ত

বিশেষ প্রতিনিধি

বসন্ত মানেই কেবল ঋতুচক্রের একটি পর্ব নয় বসন্ত মানে রঙের উচ্ছ্বাস, মাটির গন্ধে নতুন আশ্বাস, শুষ্কতার বুক চিরে জীবনের প্রত্যাবর্তন। আর সেই বসন্ত যদি ধরা দেয় পুরুলিয়ার রুক্ষ পাহাড়-টিলা, লাল মাটির পথ আর শাল-পিয়ালের অরণ্যের মধ্যে, তবে তার সৌন্দর্য হয়ে ওঠে অন্য মাত্রায়। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তের এই জেলায় বসন্ত আসে নিঃশব্দে, কিন্তু তার উপস্থিতি একবার চোখে পড়লে আর ভুলবার নয়। পলাশের আগুনরঙা ফুলে যখন দিগন্ত জলে ওঠে, তখন পুরুলিয়া যেন নিজেদে নতুন করে চিনিয়ে দেয়। পুরুলিয়াকে অনেকে দীর্ঘদিন দেখেছেন অনুন্নয়নের চশমা দিয়ে-জলাভাব, কর্মসংস্থানের সঙ্কট, পরিযায়ী শ্রমিকের কষ্টের গল্প। কিন্তু এই একমুখী বর্ণনা পুরুলিয়ার সম্পূর্ণ চিত্র নয়। প্রকৃতির যে অনন্য ভাণ্ডার এই জেলার, তা অনেক সময় আলোচনার বাইরে থেকে যায়। বসন্ত এলে সেই ভাণ্ডার হঠাৎ খুলে যায়। অযোধ্যা পাহাড়ের ঢালে, বাঘমুন্ডির পথঘাটে, কংসাবতীর তীরবর্তী গ্রামগুলোয় পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া একসঙ্গে রঙের বিস্ফোরণ ঘটায়। লাল মাটির পটভূমিতে এই রঙ আরও তীব্র, আরও দীপ্ত। এই বসন্ত কেবল দৃশ্যের নয়, অনুভবেরও। শীতের শেষে যখন বাতাসে হালকা উষ্ণতার ছোঁয়া লাগে, তখন গ্রামের উটোনে পালা-পার্বণের প্রস্তুতি শুরু হয়। চৌ নাচের তাল, ঢোলের আওয়াজ, মুখোশের রঙিন মুখ-সব মিলিয়ে এক সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি হয়, যা বসন্তকে কেবল ঋতু নয়, উৎসবে পরিণত করে। পুরুলিয়ার বসন্তে প্রকৃতি ও সংস্কৃতি যেন হাত ধরাধরি করে চলে। এখানে পলাশের আগুন যেমন চোখে লাগে, তেমনই লোকসংস্কৃতির আবেগ হৃদয়ে দাগ কাটে। বসন্তের পুরুলিয়ায় হাঁটতে হাঁটতে বোঝা যায়, এই ভূখণ্ডের রুক্ষতা আসলে তার সৌন্দর্যের অংশ। শুষ্ক টিলায় ফাঁকে ফাঁকে যখন হঠাৎ রঙের বিস্ফোরণ ঘটে, তখন সেই বৈপরীত্যই ছবিতে সম্পূর্ণ করে সবুজে ঢাকা সমতলের বসন্ত আলাদা, কিন্তু লাল মাটির উপর আগুনরঙা পলাশের বসন্ত অন্যরকম। এখানে ফুল ফোটার ঘটনা যেন প্রতিরোধের ভাষা-প্রকৃতির কঠোরতার বিরুদ্ধে রঙের জয়গান। তবে এই সৌন্দর্য কেবল পর্যটনের বিষয় নয় এটি একটি পরিকল্পিত বার্তাও বহন করে। অরণ্য যদি রক্ষা না পায়, জলাধার যদি শুকিয়ে যায়, তবে এই বসন্তও একদিন স্তান হবে। পুরুলিয়ার বহু অঞ্চল এখনও জলসঙ্কটে ভোগে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোগ এখানে স্পষ্ট। বসন্তের রঙ যতই উজ্জ্বল হোক, গ্রীষ্মের তাপদহ তার পরেই অপেক্ষা করে। তাই বসন্তের এই সৌন্দর্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের প্রয়োজন কত গভীর। পর্যটনের সম্ভাবনাও এখানে উল্লেখযোগ্য। অযোধ্যা পাহাড়, খরারবেরা ডাম, ময়ূর পাহাড়-এসব জায়গা বসন্তকালে অন্য রূপ ধারণ করে। সঠিক পরিকল্পনা থাকলে এই সমগ্রকে কেন্দ্র করে পরিবেশবান্ধব পর্যটনের প্রসার ঘটতে পারে। স্থানীয় মাল্যবনের আয় বাড়তে পারে, হস্তশিল্প ও লোকসংস্কৃতির নতুন বাজার তৈরি হতে পারে। কিন্তু পরিকল্পনাহীন

ভিড়, প্লাস্টিক দূষণ বা বেপরোয়া নির্মাণ এই সৌন্দর্যকে ধ্বংস করতে পারে। তাই উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা অপরিহার্য। পুরুলিয়ার বসন্তে আরেকটি দিক চোখে পড়ে-মানুষের সহজ জীবনযাপন। শহরের ব্যস্ততা, কৃত্রিম আলো, অবিরাম শব্দের বিপরীতে এখানে সন্ধ্যা নামে ধীরে। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ভোবার পর আকাশে যে তারার মেলা বসে, তা শহুরে জীবনে প্রায় অদৃশ্য। বসন্তের মৃদু বাতাসে সেই আকাশের নিচে দাঁড়ালে বোঝা যায়, প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে আমরা কতটা যান্ত্রিক হয়ে পড়েছি। তবে এই



রোমান্টিকতার আড়ালে বাস্তবতাও আছে। পুরুলিয়ার বহু গ্রামে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ঘাটতি রয়েছে। কৃষিনির্ভর জীবনে অনিশ্চয়তা প্রবল। বসন্তের রঙ সেই সমস্যাগুলি মুছে দেয় না। বরং প্রশ্ন তোলে-প্রকৃতির এত সৌন্দর্যের মাঝেও মানুষ কেন বঞ্চিত থাকবে? উন্নয়নের আলো কি এই পাহাড়-টিলায় যথেষ্ট পৌঁছেছে? বসন্তের আবেগ আমাদের সেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। সাংস্কৃতিক দিক থেকে পুরুলিয়া এক সমৃদ্ধ ভূখণ্ড। চৌ নাচের পাশাপাশি টুঙ্গু, ভাদু, করম-বিভিন্ন লোকউৎসব এখানে ঋতুর সঙ্গে জড়িয়ে। বসন্ত এলে এই উৎসবগুলির আবহ আরও প্রাণবন্ত হয়। মুখোশশিল্পীরা নতুন উদ্যমে কাজ করেন, শিল্পীরা প্রস্তুতি নেন মঞ্চার জন্য। এই সাংস্কৃতিক অর্থনীতি টিকিয়ে রাখতে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দরকার। কেবল উরসবের সময়

এটি অর্থনীতি ও সমাজেরও প্রশ্ন। বসন্তের পুরুলিয়া আমাদের নান্দনিক চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। সাহিত্য, চিত্রকলায় এই রঙের ছাপ বহুবার ফুটে উঠেছে। কিন্তু কেবল নান্দনিকতা নয়, এই বসন্তে আছে আত্মমর্দাদার বোধ। দীর্ঘদিন প্রান্তিক হিসেবে চিহ্নিত একটি জেলা যখন তার প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, তখন তা সমগ্র রাজ্যের জন্য গর্বের। এই গর্বকে সঠিকভাবে লালন করা জরুরি। একইসঙ্গে মনে রাখতে হবে, প্রকৃতি কখনও স্থির নয়। বসন্ত ক্ষণস্থায়ী। পলাশের ফুল কয়েক সপ্তাহেই বারে যায়। সেই বারার মধ্যেই আছে এক দার্শনিক শিক্ষা-সব সৌন্দর্য চিরস্থায়ী নয়, তাই তাকে যত্নে রাখতে হয়। পুরুলিয়ার বসন্ত আমাদের শেখায়, কঠোরতার মধ্যেও রঙের সম্ভাবনা থাকে অভাবের মধ্যেও সৃষ্টির শক্তি লুকিয়ে থাকে। আজ যখন

নয় প্রান্তেই লুকিয়ে থাকতে পারে অনন্য সম্ভাবনা। দরকার সেই সম্ভাবনাকে সম্মান করা, সংরক্ষণ করা এবং সুখম উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেওয়া। পলাশের আগুনরঙা ফুল যেমন শুষ্ক মাটিকেও উজ্জ্বল করে তোলে, তেমনই সঠিক পরিকল্পনা ও সদিচ্ছা পুরুলিয়ার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতে পারে। বসন্ত প্রতি বছরই ফিরে আসে, কিন্তু প্রতিবারই সে নতুন। পুরুলিয়ার পাহাড়-টিলা, অরণ্য ও গ্রাম সেই নতুনত্বকে ধারণ করে। আমাদের দায়িত্ব এই যে, সেই নতুনত্বকে ধ্বংস না করে, তাকে সম্মান জানিয়ে এগিয়ে চলা। কারণ পুরুলিয়ার বসন্ত শুধু একটি জেলার ঋতুচিত্র নয় এটি প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল প্রতীক। পলাশের আগুনে জ্বলে ওঠা সেই প্রতীক আমাদের শেখায়, রুক্ষতার মধ্যেও লুকিয়ে থাকে রঙের অসীম সম্ভাবনা।

বাংলাদেশ থেকে এসে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য? নাম বাদ যেতেই শোরগোল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঋ্পণ্ডড়, ১ মার্চঃ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য বাংলাদেশের বাসিন্দা। এসআইআর আবেদে এমনিই অভিযোগ উঠেছিল। এবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর দেখা গেল, নাম বাদ

বিরুদ্ধে সরব হয় বিজেপি। তারা দাবি করে, বর্ণা মণ্ডল বাংলাদেশের বাসিন্দা। পঞ্চায়েত এই সদস্যের স্বামী রতন বর্মাণ সেসময় স্বীকার করেছিলেন, বিয়ের পর তিনি এদেশে এসে ২০১১ সালে ভোটার



গিয়েছে সেই তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের। যাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতারা। তৃণমূল আক্রমণ করেছে বিজেপিকে। ওই বুথের বিএলও জানিয়েছেন, কোনও নথি দিতে পারেননি তৃণমূল ওই পঞ্চায়েত সদস্য। ঋ্পণ্ডড় ব্লকের বারোঘাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য। বর্ণা মণ্ডল বর্মনের। এসআইআরের প্রাথমিক পর্বে তাঁর

তালিকায় নাম তোলেন। এরপর ২০১৩ সালে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়ালেও ভোটারের মুখে তৃণমূলে যোগ দেন বর্ণা। জানা যায়, সেই সময় তাঁর বাংলাদেশি হওয়ার ইস্যুতে চাপ সৃষ্টি করেই দম্পত্যিকে তৃণমূলে টানা হয়। অবশেষে ২০২৩ সালে তৃণমূল তাঁকে প্রার্থী করে এবং তিনি পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন।

কোচবিহারের সাবেক ছিটের বহু মানুষের নাম বিচারাধীন তালিকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১ মার্চঃ কোচবিহারের সাবেক ছিটের কয়েক হাজার মানুষের নাম অ্যাডজুডিকেশন (বিচারাধীন) তালিকায় প্রকাশিত হয়েছে। দিনহাটা বিধানসভার মশালডাঙ্গা, পোয়াতেরকুটি, বাত্রিগাছ, দক্ষিণ মশালডাঙ্গা-সহ একাধিক এলাকার বুথে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কোনও বুথে ১০০ আবার কোথাও ২০০ জনের বেশি ভোটার এই ক্যাটেরগরিভে পড়ে গিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে ইইচই শুরু হয়ে গিয়েছে গোটা জেলায়। সাবেক ছিটের বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। দিনহাটার বিধায়ক তথা মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, “শুধু সাবেক ছিট নয়, দিনহাটা বিধানসভায় সবমিলিয়ে ৩৬ হাজারের বেশি ভোটারের নাম বিচারাধীন হিসেবে রয়েছে। দুটো রাষ্ট্রের চুক্তির ফলে ২০১৫-এ ওরা ভারতের নাগরিক হয়েছিল। তাঁদের নাম তোলার দায়িত্ব ভারত সরকারের। সাবেক ছিটের বাসিন্দাদের তো সমস্যা হওয়ার কথাই নয়।” ছোটগড়ালঝরা ২ সাবেক ছিটের বাসিন্দা মোহাম্মদ ওসমান গনি বলেন, “আমার বৌ

ও ছেলের নাম বিচারাধীন রয়েছে। সকলের সঙ্গে আমরাও ২০১৫-এ ভারতের নাগরিক হয়েছিলাম। কেন এমনটা হলো বুঝতে পারছি না।” মশালডাঙ্গা ছিটের বাসিন্দা জয়নাল আবেদিন বলেন, “সকলে মিলে



পক্ষে নেমে আন্দোলন শুরু করব।” ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছিটের বিবিন্নয় হয় ২০১৫-এর ৬১ শে জুলাই। ওখানকার বাসিন্দারা যেহেতু ২০১৫-এর পরে স্থায়ী ভাবে ভারতের নাগরিকত্ব পেয়েছেন, তাই তাঁদের ২০০২-এর তালিকায় নাম নেই। ‘এসআইআর’

শুরু হলে কোচবিহার জেলা প্রশাসন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে একটি চিঠি পাঠায়। তার সঙ্গে ছিটমহল বিনিময়ের চুক্তির কপি ও ২০১৫-এর পরে ভোটাভাানের তালিকাও পাঠানো

হয়। তবু সাবেক ছিটের একটি বৃহ অংশের মানুষের নাম অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় চলে যাওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক রাজু মিশ্র বলেন, “বিষয়টি কী রয়েছে, দেখতে হবে।”

দোল উপলক্ষে ঝাড়গ্রামের হোটেল ও হোম-স্টেগুলি ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১ মার্চঃ পাহাড়, বর্না, জঙ্গল-এর টানেই মানুষ ছুটে যায় বার বার। ছুটি থাকলেই হোটেল, হোম-স্টেগুলির ঘর পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। এ বার দোলেও ঝাড়গ্রামের হোটেল ও হোম-স্টেগুলি ভর্তি থাকবে, জানাচ্ছেন কর্তৃপক্ষ। বসন্ত উৎসবে বলে আগের থেকেই হোটেলের ঘর বুকিং হয়ে গিয়েছে বলে জানান হোটেল কর্তৃপক্ষ।

হোম-স্টেগুলিতেও নিজস্ব উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে বসন্ত উৎসব। যেখানে থাকছে ভেষজ রঙের আবির খেলা এবং সারাদিন ধরে আদিবাসী নৃত্য ও গানের অনুষ্ঠান। কয়েকটা হোম-স্টেতে বাড়তি বিনোদনের জন্য সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতা থেকে নামী শিল্পীদের আনা হবে বলেও জানিয়েছেন কিছু হোটেল কর্তৃপক্ষ। তা ছাড়া



পর্যটকদের আনন্দ দিতে হোটেলেরি থাকছে রং খেলার ব্যবস্থাও। ডিড বাড়ার আশায় পুলিশও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে জোয়দার। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পর্যটকদের নিরাপত্তায় বেলপাহাড়ি থানার তরফ থেকে মহিলা পুলিশ বাহিনীর উইনার্স টিমের নজরদারি চলবে। বেলপাহাড়ির এসডিপিও শ্রেয়া সরকার বলেন, “পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য হোম-স্টেগুলিতে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে। হোম-স্টে কর্তৃপক্ষগুলিকে থানার একধিক নম্বর দেওয়া রয়েছে। কোনও সমস্যা হলেই পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। পর্যটকদের নিরাপত্তায় আমরা প্রস্তুত।” পর্যটকদের রঙের খেলায় মাতিয়ে তুলতে এ বছর রিসোর্ট,

ঝাড়গ্রাম শহরে দু’টি বড় বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। পর্যটকরা সেখানেও অংশ নিতে পারবেন। বেলপাহাড়ি ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বেলপাহাড়িতে ৩৫টি রিসোর্ট ও হোম স্টে রয়েছে। বসন্ত উৎসবের জন্য তার আশি শতাংশ বুকিং হয়ে গিয়েছে। বেলপাহাড়ি ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র বিধান দেবনাথ বলেন, “মূলত এই এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যই পর্যটকদের ডিড বাড়ো। বসন্ত উৎসবে পর্যটকদের বিনোদনের জন্য প্রতিটি হোম-স্টে নিজস্বের মতো করে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করছে। থাকছে আদিবাসী নৃত্য ও গানের ব্যবস্থা।” বেলপাহাড়ির জঙ্গলেও রয়েছে

প্রচুর পালাশ গাছ। লালজল, পাটাঘর পাথরডাঙা, কাশমার্ক, বর্শপাহাড়ি এবং ডোমগড়ে চাতন পাহাড়ের নিচে পালাশ গাছের জঙ্গল রয়েছে যা পর্যটকদের আকর্ষণ করে মার্চের ২ তারিখ থেকে ৫ তারিখ পর্যন্ত ডিড থাকছে সর্বাধিক বলে জানিয়েছেন ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট হোটেল ওর্নার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিবাশিস চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন “পর্যটকরা বেড়াতে যাওয়ার আগে সকালে নিজস্বের

শুনানিতে ডাক পাননি, তারপরেও এসআইআর-এ ‘বিচারাধীন’ বিশ্বকাপজয়ী রিচা ঘোষের নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ মার্চঃ রিচা ঘোষ। বিশ্বকাপ জিতিয়ে দেশকে গর্বিত করেছেন, বাংলাকে গর্বিত করেছেন এই ক্রিকেটার। কিন্তু সেই রিচা ঘোষই পাশ করতে পারলেন না এসআইআরের পরীক্ষায়? চূড়ান্ত তালিকায় অ্যাগ্রভড তালিকায় নাম নেই রিচা ঘোষের। তাঁর নাম অমীমাংসিতের তালিকায়। রিচা ঘোষের নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে আশার অ্যাডজুডিকেশনের তালিকায়। অর্থাৎ, বিচারাধীন রয়েছে তাঁর নাম। যে ক্রিকেটার দেশের হয়ে খেলেছেন, যে ক্রিকেটার ভারতের হয়ে বিশ্বকাপ খেলেছেন, কাপ জিতিয়েছেন দেশকে, সেই রিচা ঘোষের নাম কীভাবে অমীমাংসিতের তালিকায় থাকতে পারে, সেই প্রশ্ন

তুলে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরঙ্গ। শিলিগুড়ির কলেজপাড়ার ৩০ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রিচা ঘোষ। বরাবর ওই ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা। এই মুহূর্তে বাড়িতে নেই রিচা ঘোষ। খেলা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচ খেলেছে ভারত। ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন রিচা। কিন্তু, এসআইআর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই দেখা গেল অমীমাংসিতের তালিকায় রিচার নাম রয়েছে। শুধু রিচা নয়, তাঁর দিদি সোমাস্রীর নামও অ্যাগ্রভড তালিকায় নেই। এমনই দাবি করেছে রিচার বাবা। কেন অমীমাংসিতের তালিকায় নাম রয়েছে রিচা ঘোষের? শুনানির নোটিস কি পাঠানো হয়েছিল রিচকে? রিচার বাবা জামিয়েছেন,



কোনও নোটিস পাঠানো হয়নি। তবে, একটি নথি চাওয়া হয় তাঁর বাবার কাছ থেকে। রিচার বাবা বলেন, “কমিশন এর আগে কিছু তথ্য চেয়েছিল। তা জমা দিয়েছিলাম।

বার্ধ সাটিকিফেট দিয়েছি। সেটা আপলোডও করা হয়েছিল।” এদিকে, ২০০২-এর তালিকায় রিচার বাবা-না দুজনেরই নাম রয়েছে। তাহলে কেন রিচার নাম অমীমাংসিতের তালিকায় রয়েছে, তা বুঝতে পারছেন না রিচার বাবা-মা। এদিকে, রিচা ঘোষের বাড়িতে এদিন পৌঁছে যান স্থানীয় ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৌসুমি হাজরা। তিনি বলেন, “যে মেয়ে দেশের হয়ে খেলে, যার পাসপোর্ট আছে তাঁর নাম কেন বিচারাধীন থাকবে? ওর মতো সেলিব্রিটির সঙ্গে যদি এটা হতে পারে, তাহলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কী হতে পারে বোঝাই যাচ্ছে। কী হয়েছে তা দেখার জন্য আমরা কমিশনে অভিযান করব।” এই বিষয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি

শমীক ভট্টাচার্জ জানিয়েছেন, “এটা নির্বাচন কমিশনের বিষয়। কমিশনই বিষয়টা খতিয়ে দেখবে।” প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, অমীমাংসিতের তালিকায় নাম থাকলেই যে তাঁর নাম বাদ হয়ে যাবে, সেরকমটা একেবারেই নয়। অমীমাংসিত তালিকায় যাদের নাম রয়েছে, তাঁরা এখনও বিচারাধীন প্রক্রিয়ায় রয়েছেন। তাঁর নথি খতিয়ে দেখছেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর দেখা গিয়েছে, অমীমাংসিতের তালিকায় রয়েছে ৬০ লাখের বেশি কিছু ভোটার। নথি যাচাইয়ের এরপর সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশিত হবে। তারপরই জানা যাবে, অমীমাংসিতের তালিকা থেকে আরও কত নাম বাদ যাবে।

মার্কেটে যেতেই চক্ষু চড়কগাছ, উদ্ধার কক্ষাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঋ্পণ্ডড়, ১ মার্চঃ ঋ্পণ্ডড়-র মহকুমা শাসকের দফতরের গা ঘেঁষে থাকা রেগুলেট মার্কেট। প্রতিদিন সেখানে লোকজনের আনাগোনা লেগেই থাকে। কেউ বাজারে আসেন কেউ আবার যাতায়াত করেন। কিন্তু সেখানেই এমন যা দেখলেন চোখ কেপে ওঠার জোগাড়া জলাশয় থেকে উদ্ধার হল মহকুমা। যা নিয়ে ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। রবিবার সকালে ঋ্পণ্ডড় রেগুলেটেড মার্কেটের ভিতরে থাকা সরকারি জলাশয় সংস্কার ও সাফাইয়ের কাজ চলছিল। সেই সময় কচুরিপানার তলায় একটি কক্ষাল দেখতে পান শ্রমিকরা। অভিযোগ, কচুরিপানার সঙ্গে চট্টের বস্তা দিয়ে ঢাকা অবস্থায় হাড়গোড় পাওয়া যায়। প্রথমে সেটি নরকক্ষাল বলে খবর ছড়িয়ে পড়তেই সাফাই কাজে যুক্ত শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে

দেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঋ্পণ্ডড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে প্রাথমিকভাবে কক্ষালটি মানুষের না পশুর তা নিশ্চিতভাবে জানানো হয়নি। স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে কক্ষালটি কি সের। উল্লেখ্য, সম্প্রতি একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর এবার মার্কেট চত্বরে জলাশয় থেকে

কক্ষাল উদ্ধারের ঘটনায় ক্ষোভ ও উদ্বেগ ছড়িয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। তলা থেকে উঠে আসা কক্ষালটি মানুষের না কোনও পশুর তা এখনো সরকারি ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। নিচে নেমেছিলাম পুকুর পরিস্কার করতে। প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, “পা দিতেই কিছু একটা ঠেকেছিল। তারপর দেহলাম একটা হাড়। মনে হচ্ছে সেটা মানুষের হাড়।”

MODIFICATION DATE OF NOTICE INVITING e-TENDER

e-NIT-20 of 2025-26/P0/BCW/JAL for execution of Installation of Bir Birsha Munda Statue at Mouza-Telepara T.G. Koma Line, near Telepara T.G Junior School, Dhupguri Block, Jalpaiguri. For further details like bid start date, bid end date, eligibility criteria etc., please log-on to www.wbtenders.gov.in.
Sd/- P.O-cum-D.W.O. BCW & TD, Jalpaiguri

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br-XI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT NO. : APAS/112/152/240/02/015/25-26 (2nd Call)
Name of work : **Renovation of Road at 42, 49C Madhya Bidhan Pally and allied work in Ward No.112, Br-XI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.1,66,905.14.** Earnest Money : **Rs.3,500.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **04.03.2026 - 11 a.m.** The Tender will be opened on : **06.03.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.02.2026 - 5 p.m.** from the website : <https://etender.wb.nic.in>

The Executive Engineer (Civil), Br-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/IX/076/0044/2025-2026/CONSULTANT
Name of work : **Engagement of consultant for construction of proposed (G+V) storied building for use of State Resource Centre at 99/1, Karl Marx Sarani in Ward No.76, under Borough-IX.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rate to be quoted.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **450 Days.** Last date and time of submission of bid : **13.03.2026 - 2 p.m.** Tender will be opened on : **16.03.2026 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **05.03.2026 - 2 p.m.** from the website <https://wbtenders.gov.in>

2. NIT NO. : KMC/IX/071/US/001/2025-2026
Name of work : **Repairing of drainage system at 13, 14, 36 Gobinda Bose Lane and other Uttaran Service Areas in Ward No.071.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,99,753.82.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

3. NIT NO. : KMC/IX/071/US/004/2025-2026
Name of work : **Improvement of drainage system at 48, 48/1, 56 SNP Street and other Uttaran Service Areas in Ward No.071.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.3,92,133.47.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

4. NIT NO. : KMC/IX/077/244/2025-2026
Name of work : **Restoration of I.P.S. passage at 7B, Mansatala Row, 76/1, Mansatala Lane and its surrounding area in Ward No.77.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,99,693.95.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

5. NIT NO. : KMC/IX/071/074/2025-2026/R
Name of work : **Relaying of paver block footpath at Harish Mukherjee Road from AJC Bose Road to Sukhashini Ganguly Sarani in Ward No.071.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,98,291.59.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last date and time of submission of bid : **09.03.2026 - 2 p.m.** (for SI.No.2 to 5). Tender will be opened on : **11.03.2026 - 2 p.m.** (for SI.No.2 to 5). The bid forms and other details are available on and from **27.02.2026 - 2 p.m.** (for SI.No.2 to 5) from the website <https://tenders.wb.gov.in> (for SI.No.2 to 5).

The Executive Engineer (Civil), Br-I, KMC invites online percentage rate two bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/EEC/II/006/53/2025-2026
Name of work : **Repairing of Asphaltum Road (Disturbed by W/S Deptt.) at 23, B.T Road in Ward No.006 under Br-I.** Estimated Amount : **Rs.3,39,341.00.** Earnest Money : **Rs.7,500.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **12.03.2026 - 1 p.m.** Tender will be opened on : **14.03.2026 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **05.03.2026 - 6 p.m.** from the website <https://etender.wb.nic.in>

The Executive Engineer (Civil), Br-XII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/EEC(C)/Br-XII/109/185/25-26
Name of work : **Development of road near Prem. No.1391 Nayabad in Ward-109, Br-XII, KMC.** Estimated Cost : **Rs.2,61,058.94.** Earnest Money : **Rs.5,500.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **09.03.2026 - 1 p.m.** Date and Time of Opening of Bid : **11.03.2026 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.02.2026 - 5 p.m.** from the website <https://etender.wb.nic.in>

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work :-

NIT NO. : KMC/XV/136/097/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of work : **Repairing C.C. & Paver Block Passage with allied works at different Uttaran Area, Dewan Bagan, Santoshpur Road, Shimpukur Lane etc. in Ward No.136, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,99,588.02.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **120 Days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online) : **02.03.2026 - 12 noon.** Documents download/sell start date (online) : **02.03.2026 - 4 p.m.** Documents download/sell end date (online) : **12.03.2026 - 4 p.m.** Bid submission start date (online) : **02.03.2026 - 4 p.m.** Bid submission closing (online) : **12.03.2026 - 4 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (online) : **14.03.2026 - 4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website <https://wbtenders.gov.in>

The Executive Engineer (Civil), Br-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-V/048/42/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Development of Uttaran IPS at 3, 12/1E Gaur Dey Lane & 195 B.B. Ganguly Street etc. in Ward No.48, Br-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.4,80,123.58.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **35 Days.**

2. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-V/049/040/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Improvement of Uttaran Sewer along with sewer adjuncts at 162, B.B. Ganguly Street etc. in Ward No.49, Br-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.4,06,865.10.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **12.03.2026 - 11 a.m.** (for SI.No.1 & 2). Date and Time of opening of Tender : **14.03.2026 - 11 a.m.** (for SI.No.1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **02.03.2026 - 5 p.m.** (for SI.No.1 & 2).

3. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-V/044/003/PIT COVER/2026-2027/2nd Call
Name of work : **Supplying, fixing M H Cover/ G P Cover/C P Cover/Inspection Pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.044, Br-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **365 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **10.03.2026 - 11 a.m.** Date and Time of opening of Tender : **12.03.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.02.2026 - 5 p.m.**

4. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-V/045/39/2025-2026
Name of work : **Maintenance of road surface to Prevent Road Dust near Town Hall between Town Hall and A.G. Bengal etc. in Ward No.45.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.4,02,314.79.** Earnest Money : **Rs.8,100.00.** Period of Completion : **28 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **07.03.2026 - 11 a.m.** Date and Time of opening of Tender : **09.03.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.02.2026 - 12 noon.** The website <https://etender.wb.nic.in> (for SI.No.1 to 4).

OFFICE OF THE LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT
UNDER HURA PANCHAYAT SAMITY
P.O.: Lakhanpur, P.S.: Hura, Dist.: Purulia (W.B.), Pin-723104

E-TENDER No: WBPU/HURA/PRADHAN LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT/(C FC)/NIT(e)-13/2025-26
E-tender is invited from the experienced and resourcefull bidders for execution of Construction of Community hall near Boriya Gora, Khairipihura. Last date of Submission of Bid (Online): **06/03/2026 at 6:55 PM.** Bid Opening Date (online): **27/02/2026 at 4:00 PM.** For details please visit website www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE BARGACHIA-II GRAM PANCHAYAT
UNDER JAGATBALLAVPUR DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH VILL & PO.- BARGACHIA, P.S.-JAGATBALLAVPUR, DIST.-HOWRAH, PIN-711404

E- TENDER INVITING NOTICE
Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan,Bargachia-II Gram Panchayat, Jagatballavpur, Howrah for the following works:01 (ONE) nos of schemes from CFC (TIED) scheme tender for the bonafied experienced contractors having 50% credential. **NIT NO- BAR-II/87/ CFC/2026, DATE: 02/03/2026.** Last date of submission of tender: **09/ 03/2026 (09:00 AM).** For further details see wbtenders.gov.in & the notice board of Bargachia-II Gram Panchayat.
Sd/- Pradhan
Bargachia-II Gram Panchayat

বিত্তপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টার অ্যাওয়ার্ডেশনস প্রোগ্রাম (“আইএসপি”)–এর জন্য বড়দ্বারা বিত্তপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএসপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Sunday, 1st March 2026	Bargoda Godar, Nandakumar, Purba Medinipur, West Bengal – 721652	5:30 PM

সমস্ত আইএসপি সেসে আপসেটের জন্য ডিজিটাল করল dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্রোজারের জন্য, ডিজিটাল করল dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিখা ও সচেতনতা উন্নয়ন। **ডিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি পাশে, বোজান সঞ্চিত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে দিন।**

E-Tender is invited by the undersigned from the Bonfide, resourcefull contractor for **eNIT-27/JARAGRAM/25-26.** Last date of apply **09.03.2026, at 09:00 am.** For more details contact Jaragram GP Sd/-
Prodhan, Jaragram GP

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works: **1. Name of Work:** "Provision for temporary High Speed Internet service during the programme to be attended by VIP at ITC Royal Bengal, 1, J.B.S. Haldane Avenue, Kolkata-700046 on 05-03-2026." [Job No. KIT/RW/148 of 25-26]. **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-113/KIT/Q of 25-26).** Bid Submission Closing: **02.03.2026 up to 05.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website. Sd/- Executive Engineer, PWD Kolkata IT Division

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

জলবায়ু সংকটে বিজ্ঞানের মশালঃ আগরপড়ায় দু’দিনের ‘পরিবেশ ও বিজ্ঞান মেলা

অস্বাভাবিক তাপমাত্রা আর খামখেয়ালি আবহাওয়ার দাপটে জলবায়ু পরিবর্তনের সতর্কবার্তা এখন আর কেবল পরিসংখ্যান নয়–এটি আমাদের প্রতিদিনের বাস্তবতা। সেই প্রেক্ষাপটে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা ও পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছায়ে দিতে আগরপাায় শুরু হল দু’দিনের ‘ ও বিজ্ঞান মেলা ২০২৬’। আয়োজক আগরপাড়া পরিবেশ চেতনা মঞ্চ এবং সহযোগী বিভিন্ন সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক সংগঠন। শনিবার থেকে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে রবিবার, ১ মার্চ রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত।শনিবার দুপুর তিনটে নাগাদ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. তুষার চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ‘ সাহা মঞ্চ’-এ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, পরিবেশ রক্ষা শুধুমাত্র আমাদের বিষয় নয়, এটি কণ্ঠার বৈজ্ঞানিক সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক লাহি। তার কথায়, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় কিংবা দূষণের মতো সমস্যার মোকাবিলা করতে

হলে যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক চিন্তাধারার বিকল্প নেই। তিনি আরও জানান, বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলাই পারে ভবিষ্য প্রজন্মকে সঠিক পথে এগিয়ে নিতে। এই মেলার মতো উদ্যোগ সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলেও মত প্রকাশ করেন তিনি। মেলার অন্যতম আকর্ষণ ‘ হাট’। এখানে রাসায়নিকমুক্ত চাষাবাদের ফসল নিয়ে হাজির হয়েছেন একাধিক কৃষক। কীভাবে কীটনাশকমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে চাষ করা যায়, তা নিয়ে সরাসরি আলোচনা করছেন তাঁরা। দর্শনাধীরা শুধু পণ্য কিনছেন না, বরং জানছেন কৃষির বিকল্প পদ্ধতির কথাও। মেলা প্রাঙ্গণে ঘুরলেই চোখে পড়ে পরিবেশ বিষয়ক বইয়ের সস্তার, বিজ্ঞানের নানা মডেল এবং ছাত্রছাত্রীদের তৈরি রঙিন পোস্টার। কোথাও প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা, কোথাও বা জল সংরক্ষণের আবেদন–সব মিলিয়ে যেন এক চলমান শিক্ষালয়। শনিবার বিকেলের মূল আকর্ষণ ছিল বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা-‘ ও জনমানস’।



গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ প্রকৃতির প্রভু নয়, বরং প্রকৃতিরই একটি অংশ–এই মৌলিক সত্যটি উপলব্ধি করাই পরিবেশ রক্ষার প্রথম ধাপ বলে তিনি মত নেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে মানবসভ্যতিও বিপন্ন হয়ে পড়ে। মেলায় ছিল তাক্ষণিক বক্তৃতা ও ‘ আর্কো’ প্রতিযোগিতা। হোটেলের ভুলিতে ফুটে উঠেছে সবুজ পৃথিবীর স্মৃতি, নদী-জঙ্গল রক্ষার আহ্বান এবং দূষণমুক্ত ভবিষ্যতের ছবি। আয়োজকদের মতে, শিশুদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই পরিবেশ সচেতনতা তৈরি

করা গেলে তার দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক প্রভাব পাবে সমাজে। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক পর্বে পরিবেশন করে পালিহাটি শঙ্খচিল কালচারাল সোসাইটি। গান, আবৃত্তি ও নাটকের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার বার্তা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি মহাকাশ বিষয়ক আকর্ষণীয় আলোচনা করেন ড. শঙ্কর নাথ। মহাবিশ্বের বিশ্ময় থেকে পৃথিবীর ভঙ্গুরতা–বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। রবিবার মেলার দ্বিতীয় দিনেও থাকছে একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ আয়োজন। বিজ্ঞানে মেয়েদের অবদান নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞানচর্চায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো কেন জরুরি, তা নিয়ে মত বিনিময় করবেন বিশিষ্ট বক্তারা। এছাড়া কুসংস্কার বিরোধী বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে পালিহাটি বিজ্ঞান মঞ্চ। অলৌকিক বলে প্রচারিত নানা ঘটনার বহুদৈর্ঘ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হবে প্রদর্শনীর মাধ্যমে। লক্ষ্য, যুক্তিবাদী মনোভাব গড়ে তোলা এবং অন্ধবিশ্বাস দূর করা। পরিবেশ আইন নিয়ে আলোচনা করবেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ বিশ্বজিৎ

মুখোপাধ্যায়। পরিবেশ সুরক্ষায় আইনগত কাঠামো কতটা কার্যকর এবং নাগরিকদের ভূমিকা কী হতে পারে, সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করবেন। মেলার শেষ পর্বে হিমালয় ও আরারত্ী পর্বতমালার বর্তমান পরিবেশগত সংকট নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হবে। পরিবেশ চেতনা মঞ্চের সম্পাদক অনিবার্ণ মজুমদার জানান, যুক্তিবাদী সমাজ গঠনই এই মেলার মূল লক্ষ্য। তাঁর মতে, বিজ্ঞানমনস্কতা ছাড়া পরিবেশ রক্ষার লড়াই সফল হতে পারে না। সগঠনের সভ্যপতি দুলা চক্রবর্তী বলেন, বিজ্ঞানবিমুখতা কাটাতে এ ধরনের মেলা প্রতি বছর আয়োজন করা প্রয়োজন। আগরপাড়ার এই মেলা কেবল একটি প্রদর্শনী নয়। এটি এক সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। পরিবেশ সংকটের মুখে দাঁিয়ে আগামী প্রজন্মকে বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। সব মিলিয়ে, ‘পরিবেশ ও বিজ্ঞান মেলা ২০২৬’ হয়ে উঠেছে এক অনন্য সচেতনতার পাঠশালা–যেখানে যুক্তি, জ্ঞান ও সংস্কৃতি মিলেমিশে গড়ে তুলছে সবুজ ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

হুগলীতে শ্রীরামপুরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ

প্রীতম সাধুর্খা, হুগলী, ১ মার্চ
ঃ শনিবার রাতেই ডানকুনিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছায়। রবিবার বিকালে শ্রীরামপুরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শুরু হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ সঙ্গে চন্দননগর কমিশনারেটের এসপি ২ জি আরবিন্দ ও শ্রীরামপুর থানার আইসি সুখময় চক্রবর্তী। শ্রীরামপুর বাস টার্মিনাল থেকে নওগাঁর মোড় পর্যন্ত রুট মার্চ করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পুলিশ সুত্রের খবর আগ শ্রীরামপুরে ১ কোম্পানি বাহিনী নিয়ে রুট মার্চ করা হলো। পরবর্তীতে শ্রীরামপুর এবং রিশড়ার যে সমস্ত স্পর্শকাতর এলাকা রয়েছে সেখানে টহল চলবে।

বিআইটিএম জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের জমকালো স্মারক ঘোষণা

বুদ্ধদেব মিশ্র ঃ বিআইটিএম জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের একটি জমকালো স্মারক ঘোষণা করেছে। এই বছরের উদযাপনটি গর্বের সাথে

CSIR-Jigyasa-এর সহযোগিতায় সংগঠিত হয়েছে, CSIR-এর একটি আউটরিচ উদ্যোগ। দিনব্যাপী ইভেন্টে হস্টারেন্সিভ সায়েন্সো, বিশেষজ্ঞের আলোচনা, অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্যালারি ট্যুর এবং জ্যোতির্বিদ্যাগত পর্যবেক্ষণের একটি গতিশীল মিশ্রণ থাকবে যা ছাত্রদের এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে কৌতুহল ও বৈজ্ঞানিক মেজাজ জাগাতে ডিজাইন করা হয়েছে। BITM-এর ডিরেক্টর শ্রী অর্ণব চ্যাটার্জি বলেন, বিজ্ঞান হল অজানাকে সকলের কাছে আন্বেষণযোগ্য করে তোলা। এই জাতীয় বিজ্ঞান দিবস, CSIR-Jigyasa-এর সাথে আমাদের সহযোগিতা আমাদের দর্শকদের জন্য সত্যিকারের গতিশীল, হ্যান্ডস-অন অভিজ্ঞতা প্রদান করার অনুমতি দেয়। আমরা এই বছর আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগের জন্য বিশেষভাবে গর্বিত।

NAME CHANGE
I, Sojit Shaikh (Old Name) S/O–Rohit Sk resident of Banlapara . Palisuda , Tattadi Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my name from Sojit Shaikh to Sojit Sk and henceforth I shall be known as Sojit Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/02/2026. My name Sojit Sk & Sojit Shaikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Bellal Sekh (Old Name) S/O- Sahad Ali Sk resident of Vill & Po- Gajdharpura ., s-Berharipore Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Bellal Sekh to Bellal Sk and henceforth I shall be known as Bellal Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/02/2026. My name Bellal Sk & Bellal Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Azahar Mohammad (Old Name) S/O–Md Moslem residing at Hatbazar , Amrity , English Bazar , Malda , West Bengal 732208 do hereby declared that I have changed my name from Azahar Mohammad to Md Azahar and henceforth I shall be known as Md Azahar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 14/02/2026. My name Md Azahar & Azahar Mohammad both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Manik Mondal (Old Name) S/O- Jahanali Mondal resident of Vill- Britthuda . Po-Talukhuda . PScphara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my name from Manik Mondal to Manick Mondal and henceforth I shall be known as Manick Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/02/2026. My name Manick Mondal & Manik Mondal both are same and one identical person.

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর স্বপ্নের সাথে পশ্চিমবঙ্গের কারিগরদের সংযুক্ত করার জন্য, KVIC মালদহে একটি মেশিন এবং টুলকিট বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

সূচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE
I, Tapan Kumar Chatterjee (Old Name) S/O–Mohan Chatterjee residing at Vill-Bagunda , PO-Chinchuria , PS-Nakashipara , Nadia, West Bengal 741126 do hereby declared that I have changed my name from Tapan Kumar Chatterjee to Tapan Chatterjee and henceforth I shall be known as Tapan Chatterjee (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/02/2026. My name Tapan Chatterjee & Tapan Kumar Chatterjee both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Abdus Salam Seikh (Old Name) S/O–Farman Shaikh residing at Vill-Batidanga , PO-Gobarhati , PS-Kandi , Murshidabad , West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Abdus Salam Seikh to Salam Shaikh and henceforth I shall be known as Salam Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/02/2026. My name Salam Shaikh & Abdus Salam Seikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Kamanancha Bibi (Old Name) W/O–Hasanulla Mallik resident of Vill-& Po-Loknathpur , Ps-Rejinagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Kamanancha Bibi to Kamarunnecha Bibi and henceforth I shall be known as Kamarunnecha Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/02/2026. My name Kamarunnecha Bibi & Kamanancha Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Mohammed Moslem (Old Name) S/O-Sk Diljan residing at Hatbazar , Amrity , English Bazar , Malda , West Bengal 732208 do hereby declared that I have changed my name from Mohammed Moslem to Md Moslem and henceforth I shall be known as Md Moslem (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/02/2026. My name Md Moslem & Mohammed Moslem both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sukur Ali Biswas (old name) S/o- Najir Biswas residing at Kaya, Mamjoan, Taherpur , Dist-Nadia, Pin-741121 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SUKUR ALI BISWAS to SHUKURALL BISWAS and henceforth I shall be known as SHUKURALL BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/02/2026. SUKUR ALI BISWAS (old name) and SHUKURALL BISWAS (new name) both are same and one identical person.

আমাদের দর্শকদের জন্য সত্যিকারের গতিশীল, হ্যান্ডস-অন অভিজ্ঞতা প্রদান করার অনুমতি দেয়। আমরা এই বছর আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগের জন্য বিশেষভাবে গর্বিত।

NAME CHANGE
I, Rabin dranath Pramanick (old name) S/o- Birendra Nath Pramanik residing at Madhyapara, Gazna, Hanskhali, Dist-Nadia, Pin-741507 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RABINDRANATH PRAMANICK to RABINDRA NATH PRAMANIK and henceforth I shall be known as RABINDRA NATH PRAMANICK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/02/2026. RA-BINDRANATH PRAMANICK (old name) and RABINDRA NATH PRAMANIK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Rahida Biswas (old name) W/o-Shukurall Biswas residing at Kaya, Mamjoan, Taherpur , Dist-Nadia, Pin-741121 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RAHIDA BIBI BISWAS and henceforth I shall be known as RAHIDA BIBI BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/02/2026. RAHIDA BISWAS (old name) and RAHIDA BIBI BISWAS (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Biren Pramanik (old name) S/o-Jay Chand Pramanik residing at Chhutipur, Kumari, Ramnagar, Han-skhal, Dist-Nadia, Pin-741502 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BIREN PRANANIK to BIRENDRA NATH PRAMANIK and henceforth I shall be known as BIRENDRA NATH PRAMANIK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/02/2026. BIREN PRAMANICK (old name) and BIRENDRA NATH PRAMANIK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Chhattar Ali Sk (old name) S/o-Akkas Sk residing at Birpur, Birpur, Nakashipara , Dist-Nadia, Pin-741126 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from CHATTAR ALL SK to CHATTAR ALI SK and henceforth I shall be known as CHATTAR ALI SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/02/2026. CHATTAR ALL SK (old name) and CHATTAR ALI SK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Hashibul Mondal, Hasibul Mondal (Old Name) S/o Chandu Mandal Residing at Poshim Bajitpur, Gara-pota, P.o - Garapota-Nadia, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Hasi-bul Mandal (New Name) as de-clared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 63/2026. Dated 27-02-2026. Hashibul Mon-dal, Hasibul Mondal (Old Name) and Hasibul Mandal (New Name) both are same and one identical person.

I, Uttam Kumar Maity (Old Name) S/o Saktipada Maity Residing at Vill - Khajurain , P.o - Bhagwanpur, Dis-trict - Purba Medinipur, Pin - 721601, West Bengal, India, have changed my name and shall hence-forth be known as Uttam Maity (New Name) as declared before the No-tary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-02-2026. Uttam Kumar Maity (Old Name) and Uttam Maity (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Gourav Parthasarathy Ganguly (Old Name) S/o Parthasarathy Ganguly Residing at 46/1/2, Mukherjee Para , P.O - Chattri , District - Hooghly, Pin - 712204, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Gourav Ganguly (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-02-2026. Gourav Parthasarathy Gan-guly (Old Name) and Gourav Ganguly (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Mohammad Naseem (Old Name) S/o Nasir Mohammed Residing at 112 Collin Street, P.o - Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Naseem (New Name) as declared before the Notary pub-lic Kolkata vide affidavit Dated 27-02-2026. Mohammad Naseem (Old Name) and Md Naseem (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Md Zakaria (Old Name) S/o Moulana Mozaffar Hossain Resid-ing at Vill+P.o - Arjuna, P.s - Kalna, District - Purba Bardhaman, Pin - 72146, West Bengal, India, have Changed my name and shall hence-forth be Known as Md Jakariya (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 27-02-2026. Md Zakaria (Old Name) and Md Jakariya (New Name) both are same and one iden-tical person.

NAME CHANGE
I, Musaraf Hossain (Old Name) S/o Late Md Musa Residing at Vill+P.o - Arjuna, P.s - Kalna, District - Purba Bardhaman, Pin - 72146, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Musaraf Hossain (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 27-02-2026. Musaraf Hos-sain (Old Name) and Md Musaraf Hossain (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sk Kismat S/o Late Sk Dhanulla Residing at Vill - Tangabani, P.o - Sedkipur , P. Ramnagar, District - East Medinipur, Pin- 721446, West Bengal India, that my deceased fa-ther who previously known as Shaik Dhanulla (Old Name) shall hence- forth be known as Sk Dhanulla (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 27-02-2026. I declare that my deceased mother Shaik Dhanulla (Old Name) and Sk Dhanulla (New Name) is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Md Musaraf Hossain S/o Late Manoyara Bibi Seikh Residing at Vill+P.o - Arjuna, P.s - Kalna, Dis-trict - Purba Bardhaman, Pin-72146, West Bengal India, that my deceased mother who previously known as Anawara Bibi (Old Name) shall henceforth be known as Manoyara Bibi Seikh (New Name) as declared before the Notary pub-lic Kolkata vide affidavit dated 27-02-2026. I declare that my deceased mother Anawara Bibi (Old Name) and Manoyara Bibi Seikh (New Name) is same and one iden-tical person.

NAME CHANGE
I, Anuradha Ghosal (Old Name) W/o Shikh Bauddin Residing at Vill - Nonaari, P.o - Aswathapur, P.s - Ramnagar, District - Purba Me-dinipur, Pin - 721446, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Anju-man Bibi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 27-02-2026. Anuradha Ghosal (Old Name) and Anjuman Bibi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Anuradha Ghosal, Anu Bibi (Old Name) D/o Panchanan Ghosal W/o Shikh Bauddin Residing at Vill - Nonaari, P.o - Aswathapur, P.s - Ramnagar, District - Purba Me-dinipur, Pin - 721446, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Anju-man Bibi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 27-02-2026. Anuradha Ghosal, Anu Bibi (Old Name) and Anjuman Bibi (New Name) both are same and one iden-tical person.

NAME CHANGE
I, Debarati Chakraborty (Old Name) S/O Nemaï Das of residing at 425/4 West Kodaliya New Bar-ack pore Kolkata 700131 West Bengal, INDIA, I have changed my name and shall hence in forth be known as Debarati Das(new name) as declared before the Notary pub-lic at Kolkata dated / . /2026. De-barati Das(new name) and Debarati Chakraborty (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, AINDRILA MAITI (old name) W/O ANUPAM MAITI residing at BL-B(1), 1ST-FR., FL-13,1ST DESH-BANDHU NAGAR, NEAR PROMILA MEMORIAL ADVANCE SCHOOL, VIP GARDEN ABASAN, VTC: BAGUIATI, PO: DESH BANDHU NAGAR, NORTH 24 , PARGANAS, PIN:- 700059 ,W.B, India, have changed my name and shall henceforth be known as AIN-DRILA SIL (new name), as declared before the Notary Public India Dated 06/06/2013 AINDRILA SIL (new name) and AINDRILA MAITI (old Name) both are same and one identical person.

সংস্কৃত কোর্সের প্রচারে ‘অপমান বিতর্কঃ প্রতিবাদে নতিস্বীকার, ক্ষমা চাইল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়

১ মার্চ ঃ সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের অভিযোগে তীব্র বিতর্কে জড়াল যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। সংস্কৃত কোর্সের প্রচারের জন্য ব্যবহৃত একটি শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ ছড়ায় হিন্দু সংগঠনগুলির মধ্যে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে দু ংপ্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে সতর্ক থাকার আশ্বাস দেয়। ঘটনার সূত্রপাত একটি প্রচারচিত্র ঘিরে। সংস্কৃত ভাষার একটি একাডেমিক কোর্স প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ বিভাগ সামাজিক মাধ্যমে একটি শিল্পকর্ম পোস্ট করে। ‘ অফ পাপেটস’ শিরোনামের ওই শিল্পকর্মটি তৈরি করেছিলেন ভারতীয় শিল্পী অনিরুদ্ধ সাইনাথ। প্রচারে দাবি করা হয়েছিল, চিত্রকর্মটি মহাকাব্য মহাভারত এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-এর রাসলীলার থিম থেকে অনুপ্রাণিত। কিন্তু এই ব্যাখ্যাই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। একাধিক হিন্দু সংগঠনের

দাবি, শিল্পকর্মটিতে হিন্দু ধর্মীয় প্রতীক ও সংস্কৃত ভাষাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এবং সংস্কৃতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে। তাঁদের মতে, পবিত্র ধর্মীয় প্রসঙ্গকে ‘ বা পুতুলের রূপকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা অনভিপ্রেত এবং আপত্তিকর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তর আমেরিকাভিত্তিক হিন্দু সংগঠন কোয়ালিশন অফ হিন্দুস অফ নর্থ আমেরিকা তীব্র প্রতিবাদ শুরু করে। সংগঠনটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, একাডেমিক স্বাধীনতার নামে ধর্মীয় প্রতীক ও ঐতিহ্যকে অবমাননা করা গ্রহণযোগ্য নয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারা পোস্টটির বিরোধিতা করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অবিলম্বে ব্যাখ্যা ও ক্ষমা প্রার্থনার দাবি তোলে। সংগঠনের বক্তব্য ছিল, সংস্কৃত ভাষা কেবল একটি প্রাচীন ভাষাই নয়, বরং এটি হিন্দু দর্শন, শাস্ত্র ও আধ্যাতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। সেই ভাষার প্রচারে ব্যবহৃত চিত্র যদি ধর্মীয় আবেগে আঘাত হানে, তবে তা সংশোধন করা

বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈতিক দায়িত্ব। প্রতিবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলেও আলোচনার জন্ম দেয়। একাধিক মতে, শিল্পকর্মের ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। অন্যদিকে অনেকে মনে করেন, সংবেদনশীল ধর্মীয় প্রসঙ্গে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল।ক্রমবর্ধমান সমালোচনার মুখে শুক্রবার এক বিবৃতিতে হার্ভার্ডের সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ বিভাগ জানায়, আমাদের সংস্কৃত প্রোগ্রাম নিয়ে একটি স্পর্শকাতর ছবি পোস্ট করায় আমরা গভীরভাবে দুঃখিত। তারা আরও উল্লেখ করে, সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং ভাষাটি ও এর সঙ্গে যুক্ত বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিবৃতিতে বলা হয়, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে, সে বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিভাগের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়ে, কোনোভাবেই ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্য ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ক্ষমা প্রার্থনাকে স্বাগত জানিয়েছে

কোয়ালিশন অফ হিন্দুস অফ নর্থ আমেরিকা। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সংলাপ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমেই একাডেমিক পরিবেশ আরও সুস্থ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে পারে। ঘটনাটি নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে– শিল্পের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সংবেদনশীলতার সীমারেখা কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা ও শিল্পচর্চা হয়, যেখানে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনার স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ। তবে ধর্মীয় প্রতীক বা ঐতিহ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা ও সংবেদনশীলতার ভারসাম্য রক্ষা করাও সমান জরুরি। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বায়নের যুগে এক সংস্কৃতির প্রতীক অন্য সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে। ফলে আন্তর্জাতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি সচেতনতা আরও বেশি প্রয়োজন। সংস্কৃত বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ভাষা, যার সাহিত্য, দর্শন ও ব্যাকরণচর্চা হাজার বছরের ঐতিহ্য বহন করে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ থেকে শুরু করে মহাভারতের মতো মহাকাব্য–সবই এই ভাষায়

রচিত। আধুনিক একাডেমিক গবেষণায়ও সংস্কৃত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সংস্কৃত ও দক্ষিণ এশীয় ভাষা নিয়ে পাঠক্রম চালু রয়েছে। বহু আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী এই কোর্সে অংশ নেন। ফলে এই বিতর্ক কেবল একটি ছবিকে ঘিরে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা ও উপস্থাপনার প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে।বর্তমানে বিতর্ক কিছুটা স্তিমিত হলেও ঘটনাটি শিক্ষাঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রেখে গেছে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপস্থাপনায় সংলাপ, পরামর্শ ও প্রাসঙ্গিকতার গুরুত্ব আরও একবার স্পষ্ট হয়েছে। হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষের ক্ষমা প্রার্থনা পরিস্থিতি সামাল দিতে সহায়ক হয়েছে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। তবে এই ঘটনা দেখিয়ে দিল, বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হলেও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নিয়ে কাজ করার সময় বাড়তি সতর্কতা অপরিহার্য। একাডেমিক পরিসরে সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা যেন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সংবেদনশীলতার ভারসাম্য রক্ষাও সমানভাবে প্রয়োজনীয়।

উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা রায়গঞ্জ সহ১৪টি কার্যকরী রেল কোচ রেন্ডেটোরার সুবিধা বৃদ্ধি



মালিগাঁও, ১মার্চঃউত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে জেন জুড়ে তার উত্তাবনী রেল কোচ রেন্ডেটোর উদ্যোগকেআরওশক্তিশালী করেচলেছে, বর্তমানে প্রধান স্থানে ১৪টি থিম যুক্ত রেন্ডেটোর চালু রয়েছে। এই আকর্ষণীয় ডাইনিং সুবিধাগুলি কাটিহার এবং যোগাবানী, রায়গঞ্জ, দার্জিলিং, মালদাকোট, নিউকোচবিহার, রাজাভাতাখণ্ডা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি রোড এবং নিউমাল, এছাড়াও গুয়াহাটি, উজান বাজার, কোকরাঝাড় এবং নিউতিনসুকিয়াতে যাত্রীও পদনাধীদেয় পরিবেশন করছে। এই রেন্ডেটোর গুলি ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা সৃজনশীল এবং স্থায়ী পদক্ষেপের মাধ্যমে যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির প্রতি উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে-এর প্রতিশ্রুতি প্রতিকলিত করে।এই ধারণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে কাটিহার ডিভিশনের অধীনে রায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে একটি রেল কোচ রেন্ডেটোর পরিচালনার জন্য ০৫ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।



প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর স্বপ্নের সাথে পশ্চিমবঙ্গের কারিগরদের সংযুক্ত করার জন্য, KVIC মালদহে একটি মেশিন এবং টুলকিট বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

রঙ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সেবাঃ মানবিক স্পর্শে দোল উৎসবের ভিড় সামলাচ্ছে পূর্ব রেল

কলকাতা, ১ মার্চ: পাটনায় নিজের পৈতৃক ভিটের দোল উদ্‌যাপন করতে যাওয়ার কথা ভাবলেই রিহান সিং-এর চোখে ভেসে উঠত স্টেশনের বিশৃঙ্খলা আর চলন্ত ট্রেনে একটি জায়গা পাওয়ার জন্য মরিয়া লড়াইয়ের ছবি। কিন্তু এই বছর সেই লড়াইয়ের গল্পটা বদলে গেছে চরম স্বাচ্ছন্দ্যে।আমি ভাবতেও পারিনি যে আনিরজার্ভাও (অসংরক্ষিত) কামরায় যাত্রা এতটাও মর্যাদাপূর্ণ হতে পারে, শিয়ালদহ-প্রয়াগরাজ হোলি স্পেশাল (০৩১০৩) ট্রেনে ওঠার প্রস্তুতি নিতে নিতে নিজের মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে মন্তব্য করেন রিহান। তিনি আরও বলেন, স্টেশনে ঢোকার মুহূর্ত থেকেই আরপিএফ-এর উপস্থিতি এবং রেলকর্মীদের সঠিক নির্দেশনায় আমার মনে হয়েছে যে, আমাদের যাত্রা স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে রেলওয়ের সাহায্যি একটি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা রয়েছে।’রঙের উৎসব’ যত এগিয়ে আসছে, পূর্ব রেল একটি সুসংগঠিত যন্ত্রের মতো কাজ শুরু করেছে। রিহানের মতো হাজার হাজার যাত্রী যাতে শান্তিতে তাঁদের পরিবারের কাছে পৌঁছাতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে এক বিশাল লজিস্টিক

অপারেশন বা ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু হয়েছে। ভিড় সামলাতে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে পূর্ব রেল হাওড়া, শিয়ালদহ, কলকাতা, আসানসোল এবং মালদার মতো প্রধান স্টেশনগুলি থেকে ১৫টি ‘হোলি স্পেশাল’ ট্রেন চালু করেছে। সাফল্যের নেপথ্যে পরিসংখ্যান-টিকিট ‘ওয়েটিং লিস্টে’ থাকার চিরন্তন দৃশ্যস্তা দূর করতে পূর্ব রেল অভাবনীয়ভাবে ৬৬,০০০ অতিরিক্ত বার্থের ব্যবস্থা করেছে। সেটি ১-এ (১ক) বা ২-এ (২ক)-র প্রিমিয়াম আরামদায়ক সফর হোক কিংবা স্লিপার ও জেনারেল ক্লাসের উচ্চ ধারণক্ষমতা-প্রতিটি ফ্লোইই অত্যন্ত সূচারভাবে এই কোচগুলি যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও বহু অসংরক্ষিত স্পেশাল ট্রেনও চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন ডিভিশন অনুযায়ী এই ১৫টি বিশেষ ট্রেনের বিন্যাস নিচে দেওয়া হলো- শিয়ালদহ ডিভিশন- ০৬টি ট্রেন, হাওড়া ডিভিশন- ০৫টি ট্রেন, মালদা ও আসানসোল ডিভিশন- ০২টি করে ট্রেন।নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের দুর্গ-প্র্যাটফর্মগুলিতে এখন আতঙ্কের বদলে এক সুশৃঙ্খল উৎসবের মেজাজ বিরাজ করছে।



শৌচাগারগুলি পরিষ্কার, জলের কল সচল এবং যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলি এমনভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে যে, সেখানে ছড়োছড়ির মতো কোনো পরিস্থিতি নেই। পূর্ব রেল দিনরাত কাজ করছে যাতে আমরা আমাদের পরিবারের সঙ্গে উসব পালন করতে পারি। কর্তব্যরত কর্মীদের চোখে-মুখে সেই কঠোর পরিশ্রমের ছাপ

স্পষ্ট। আরপিএফ এবং বিশেষায়িত রেলকর্মীদের দেওয়া নিরাপত্তার বলয় এই বছরের ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই অসংরক্ষিত স্পেশাল ট্রেনে

দেওয়ার চেষ্টা করছে। এটি সত্যিই এক বামেলোমুক্ত অভিজ্ঞতা। হৃদয়পুরীর সংযোগ-বাংলার সাথে ভারতের হৃপিণ্ড সদৃশ অঞ্চলগুলোকে সংযুক্ত করতে বিশেষ কটপ্তলো কৌশলগতভাবে মানচিত্রায়িত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রঞ্জৌল, মধুবনী, গোরক্ষপুর, খতিপুরা, আনন্দ বিহার টার্মিনাল, মালতীপাটপুর, নিউ জলপাইগুড়ি, উধনা এবং পটিনার মতো গন্তব্যস্থল। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মায়ি জানিয়েছেন যে, এই উৎসবের আবেগগত গুরুত্ব উপলব্ধি করেই এই সক্রিয় পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে। ট্রেনগুলো কেবল চালানোই হচ্ছে না, বরং পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রী-কেন্দ্রিক পরিষেবার প্রতি তাদের দায়বদ্ধতাকে পুনর্নিশ্চিত করছে। টার্মিনালগুলো থেকে যখন হোলি স্পেশাল ট্রেনগুলো ছেড়ে যাচ্ছে, তখন সেগুলো কেবল যাত্রী বহন করে না বরং পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের নিরলস ও চরিত্রশ ঘণ্টার সতর্ক পাহারার ওপর ভর করে এক শান্তিপূর্ণ মিলনের প্রতিশ্রুতি বহন করে।

আইসিসিআর-এ প্রদর্শনী, শিল্প ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অনন্য মেলবন্ধন

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.): অন্তর্ভুক্তিমূলক শিল্পচর্চাকে সামনে রেখে দুই দিনব্যাপী শহরের আইসিসিআর-এর যামিনী রায় হলে আয়োজিত হলো এক বিশেষ প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর মূল উদ্যোক্তা ছিল ‘হেরিটেজ’। শিল্প ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মেলবন্ধনে সাজানো এই প্রদর্শনীতে প্রাধান্য পেয়েছে প্রাকৃতিক দৃশ্যভিত্তিক চিত্রকর্ম, আলোকচিত্র এবং ওড়িশার ঐতিহ্যবাহী মধুবনী শিল্পের নানা

সম্ভার। প্রদর্শনীর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল হাতে আঁকা শাড়ির সংগ্রহ। ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রকে ক্যানভাস হিসেবে ব্যবহার করে শিল্পীরা সেখানে নকশা ও রঙের বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলেন। আয়োজকদের মতে, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল বিশেষভাবে সক্ষম শিল্পীদের জন্য একটি পেশাদার মঞ্চ তৈরি করা, যেখানে সকল স্তরের শিল্পীরা তাঁদের প্রতিভা প্রকাশের সমান সুযোগ পান। প্রদর্শনীর শেষ দিনে ২৫ জন অংশগ্রহণকারীকে

উর্কর্ষের শংসাপত্র প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, শুক্রবার এই প্রদর্শনীর সূচনা হয়েছিল এবং শনিবার সমাপ্তি পর্বে দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সংগঠনের কিউরেটর রেশমি চট্টোপাধ্যায় জানান, শিল্পের জগতে সব বাধা অতিক্রম করে সকলের জন্য একটি সহায়ক পরিসর গড়ে তোলাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সেতুবন্ধনে স্থানীয় শিল্পীদের ক্ষমতাব্যনের বার্তা নিয়েই এই বিশেষ আয়োজন।



খোয়াই (ত্রিপুরা), ১ মার্চ (হি.স.) :খোয়াই থানায় বৃা বাগাইস্থিত ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকা থেকে ছয়টি গরুসহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে যৌথ টহলদারি বাহিনী। শনিবার বিপুল সূত্রে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পুলিশ, টিএসআর এবং বিএসএফ-এর যৌথ টিম অভিযান চালায়। খোয়াই থানার অভ্যন্তরীণ কার্যকারক জানান, বড় বাগাই এলাকার একটি স্থানে আত্মস্ব কর়ে টহলদারি টিম অবস্থান নেয়। কিছুক্ষণ পর তিনজন ব্যক্তি ছয়টি গরু নিয়ে কাটাটারের বোার দিকে এগোতে থাকে। সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে টহলদারি দল তাদের চ্যালেঞ্জ জানালে তারা গরুগুলি ফেলে সীমান্তের দিকে দৌে পালানোর চেষ্টা করে। এই সময় থাওয়া করে পলায়নপরদের মধ্যে একজনকে আটক করা সম্ভব হয়। বাকি দুইজন অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায়। আটক ব্যক্তির নাম সুমন সুব্রহ্মণ (৩৫)। তার বাড়ি খোয়াই থানাধীন সিন্ধিছড়া ২নং এলাকায় বসে জানা গেছে। টহলদারি দল ঘটনাস্থল থেকে ছয়টি গরু উদ্ধার করে এবং আটক ব্যক্তিসহ থানায় নিয়ে আসে। প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, গরুগুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্ত এলাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল। গরুগুলি চুরি করে আনা হয়েছে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে। পুলিশ এ ঘটনায় একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। খোয়াই থানার পুলিশ পলাতক দুই ব্যক্তির সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চলছে।

রেলওয়ের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে দায়িত্বশীল আচরণ একান্ত কাম্য

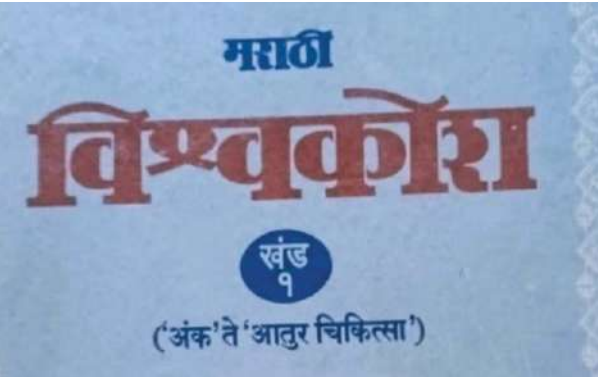
কলকাতা, ১লা মার্চঃ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ড জুড়ে ৫,৫৬৬ ট্রাক কিলোমিটারের এক বিশাল কর্মপরিশি নিয়ে পূর্ব রেল প্রতিদিন ৫৮৭টি স্টেশন পরিচালনা করে এবং প্রায় ২,০১৫টি ট্রেন চালায়, যাতে প্রতিদিন প্রায় ৩১ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন। এত বিস্তৃত এবং ব্যস্ত নেটওয়ার্ক জুড়ে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ-যা পূর্ব রেল নিরন্তর এবং বহুমুখী প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোকাবিলা করে চলেছে। স্বাস্থ্যসম্মত ভ্রমণ নিশ্চিত করতে সমস্ত দূরপাল্লার ট্রেনে অন-বোর্ড হাউসকিপিং স্টাফ মোতামেনে করা হয়েছে। পাশাপাশি ও কায়িক উত্তপ্ত পদ্ধতিতেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চালানো হয়।

শুকনো ও ভেজা বর্জ্যের জন্য পৃথক ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং রেললাইনে বর্জ্য নির্গমন রোধ করতে ট্রেনের প্রচলিত টমস্লেটগুলোর পরিবর্তে বায়ো-টয়লেট স্থাপন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, চলমান ‘রেল’ অভিযানকে আরও জোরদার করতে বিভিন্ন ডিভিশন পর্যায়ক্রমে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে থাকে। এই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, শিয়ালদহ ডিভিশনের অধীনে থাকা শহরতলি রেল নেটওয়ার্ক ট্রাক এবং প্ল্যাটফর্মে বাইরের আবর্জনা ফেলার কারণে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিছু নির্দিষ্ট সেক্ষনে, রেল ব্যবহারকারী এবং পার্শ্ববর্তী বাসিন্দাদের দ্বারা নির্বিচারে বর্জ্য নিক্ষেপ-বা অনেক সময় স্টেশনের ড্রেনেজ সিস্টেমের মাধ্যমে আসে-পরিবেশগত পরিস্থিতি এবং যাত্রী অভিজ্ঞতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। শিয়ালদহ ডিভিশন স্টেশন বা রেললাইন থেকে বর্জ্য অপসারণের জন্য বারবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত, শিয়ালদহ ডিভিশনে জমে থাকা পুরনো আবর্জনা পরিষ্কার করতে ওই রেলওয়ের মূল্যবান জমি পুনরুদ্ধার করতে একটি নির্বিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে।

১৮৫৭-র সংগ্রামকে ‘বিদ্রোহ’ বলায় বিতর্ক, মারাঠি বিশ্বকোষ সংশোধনের দাবিতে বিধানসভায় আবেদন

নাগপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.):ঃ মহারাষ্ট্র সরকারের মারাঠি বিশ্বকোষ মণ্ডলী দ্বারা প্রকাশিত বিশ্বকোষে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ‘ (বিদ্রোহ) হিসেবে উল্লেখ করায় রাজ্যজুড়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানকে অপমান করা হয়েছে-এই অভিযোগে সাংবাদিকতা, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বা রাজ্য বিধানসভার পিঠাসীনা আধিকারিকদের কাছে সংশোধনের দাবিতে একটি আবেদন জমা দিয়েছেন। আবেদন জানানো হয়েছে যে, ১৮৫৭ সালের সেই লড়াই কেবল কোনো ‘উঠাভ বা ‘বিদ্রোহ ছিল না বরং তা ছিল ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়া প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী চিন্তাবিদ বিনায়ক দামোদর সাভারকরের লেখা ‘ চে স্বাতন্ত্র্যসমর’ বইটির উল্লেখ করা

হয়েছে, যেখানে এই সংগ্রামকে স্পষ্টভাবে ‘ সংগ্রাম’ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।



আবেদনকারীদের দাবি অনুযায়ী, মারাঠি বিশ্বকোষের প্রথম ও অষ্টাদশ খণ্ডে এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে ‘আঠারোশো সাতল্লর বিদ্রোহ’ হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। কোথাও বলে ‘ আবার কোথাও ‘সংগ্রাম’ বলা হয়েছে-এই ধরনের অসংগতিকে

ইতিহাসের প্রতি অন্যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অমর্যাদার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। অডিযোগ- আবেদনে বিশেষভাবে রানি লক্ষ্মীবাই, নানা সাহেব এবং ততিয়া টোপীর মতো মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম ‘একবনে উল্লেখ’ করায় তীব্র আপত্তি জানানো হয়েছে। আবেদনকারীদের মতে, দেশের জন্য সর্বোচ্চ বলিদান দেওয়া এই

বীরদের সম্মানজনকভাবে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। বসন্ত বরখাকরের ‘সেনানি’ গ্রন্থেও এই বীরগাথা সম্মানের সুলে বর্ণিত হওয়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিধানসভা অধ্যক্ষ ও পরিষদ সভাপতির ‘মারকলিপি প্রদান’-নাগপুরের প্রবীণ সাংবাদিক অবিনাশ পাঠকের নেতৃত্বে এই আবেদনপত্র মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধ্যক্ষ রাহুল নার্কের এবং বিধান পরিষদের সভাপতি রাম শিন্ডের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। এই আবেদনে বহু সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট নাগরিকের স্বাক্ষর রয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে আবেদনের প্রতিরূপি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডণবিস, উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা াওয়ার, উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং মারাঠি ভাষা মন্ত্রী উদয় সামন্তের কাছেও পাঠানো হয়েছে। আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশ্বকোষের পৃষ্ঠাগুলির ফটোকপিও সংযুক্ত করা হয়েছে।

কুমারগঞ্জে দুইবারের বিধায়কের নাম ‘ ভোটার তালিকায় রাজনৈতিক বিতর্ক

১ মার্চ ঃ এসআইআর বা বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় এবার রাজনৈতিক চাঞ্চল্য তৈরি হলো কুমারগঞ্জে। দুইবারের বিধায়ক তোরাক হোসেন মণ্ডলের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ‘ অ্যাডজুডিকেশন’ বা ‘ হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার খবর ছায়ে পাতেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তীব্র আকার ধারণ করেছে।তোরাক হোসেন মণ্ডল একজন প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক। ১৯৮০ সালে সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়ে ৩৯ বছর দায়িত্ব পালন করার পর ২০১৯ সালে তিনি অবসর নেন। ২০০২ সাল থেকেই ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নথিভুক্ত রয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, টানা দুইবার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করা একজন ব্যক্তি এবং দীর্ঘকাল সরকারি উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করা মানুষের নাম কীভাবে

চিলকিগড়ে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদার

ঝাড়গ্রাম, ১ মার্চ (হি. স.):ঃ চিলকিগড় কনক দুর্গা মন্দিরে পুজো দিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন বিনপু র বিধানসভার বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা। এদিন সকালে বিধায়ক দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে চিলকিগড়ের ঐতিহ্যবাহী কনক দুর্গা মন্দিরে পুজো দেন। নির্বাচনের আগে দলের সাফল্য ও এলাকার উন্নয়নের কামনায় প্রার্থনা করেন তিনি। পুজো পর্বের পরই শুরু হয় এক বিশাল বাইক

মিছিল। জামবনির দলীয় কার্যালয় থেকে এই মিছিলর সূচনা হয় এরপর দুবড়া, সানগ্রাম, পড়িহাটি, গিধনী ও চিলকিগড় হয়ে চিচিড়াতে গিয়ে মিছিলটি শেষ হয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের বাইক মিছিলতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রায় এক হাজার নেতা, কর্মী ও সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। মিছিল চলাকালীন পথের দু’পাশে সর্মথকদের ব্যাপক উৎসাহ চোখে পড়ে এবং বিভিন্ন এলাকা দলীয়

পতাকা ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা জানান, রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ মানুষের কাছে তুলে ধরতেই এই কর্মসূচি। পাশাপাশি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বার্তাও দেওয়া হয়েছে এই বাইক মিছিলর মাধ্যমে। এদিনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন জামবনি রক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিমাংশু দত্ত।

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত নাটাবাড়ি, জখম দুই তৃণমূল কর্মী, গ্রেপ্তার ২ বিজেপি সমর্থক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার, ১ মার্চ ঃ কোচবিহার জেলার নাটাবাড়ি এলাকায় শনিবার সন্ধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। দুই পক্ষের বাচসা থেকে হাতহাতি এবং পরে ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। এলাকায় ভাটচুরও চালানো হয়। মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। সংঘর্ষে গুরু দাস ও শান্তিরাম দাস নামে তৃণমূলের দুই কর্মী গুরুতর জখম

ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মিছিল ও সভার কর্মীরা মুখোমুখি হতেই প্রথমে বাচসা শুরু হয়। এরপর তা দ্রুত সংঘর্ষে রূপ নেয়। অভিযোগ, উভয় পক্ষ একে অপরের দিকে ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। এলাকায় ভাটচুরও চালানো হয়। মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। সংঘর্ষে গুরু দাস ও শান্তিরাম দাস নামে তৃণমূলের দুই কর্মী গুরুতর জখম



অভিযোগের ভিত্তিতে দুই বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার ধৃতদের আদালতে পেশ করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমতলা ডেলপেটা এলাকায় বিজেপির ‘ যাত্রা’-র প্রস্তুতি উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয়। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামী। একই সময়ে এসআইআর তালিকা প্রকাশের পর বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে-এই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস। দুটি কর্মসূচি একই এলাকায় হওয়ায় পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে

হন। গুরু দাসের মাথায় আঘাত লাগে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে শান্তিরাম দাসকে নাটাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে তৃফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) কান্ধোধারা মনোজ কুমারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং এলাকায় টহলদারি শুরু করে। উত্তেজনা প্রশমনে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

চরযাত্রাসিদ্ধি এলাকায় ভোটার তালিকা নিয়ে আতঙ্ক, ৩৭১ জন ভোটারের নাম উখাও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কল্যাণী, ১ মার্চ ঃ নদিয়ার কল্যাণী এলাকায় চরযাত্রাসিদ্ধি গ্রামের সাধারণ মানুষদের মধ্যে আবারও ভোটাতিকার নিয়ে উদ্বেগ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি এসআইআরের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর জানা যায়, ওই এলাকার মোট ১০১৩ জন ভোটারের মধ্যে ৩৭১ জন ভোটারের নাম তালিকায় নেই। ৬৪২ জন ভোটারের নাম থাকলেও বাকি ৩৭১ জনের পাশে ‘ শব্দটি উল্লেখ থাকায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় নতুন করে আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে ওই এলাকার বাসিগদাদের মধ্যে। ভোগোলিক কারণে ওই এলাকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। নদিয়া ও হুগলি জেলার সীমান্ত এলাকা ছিল এই চরযাত্রাসিদ্ধি এলাকা। কোন জেলায় এই এলাকা পড়বে? সেই নিয়ে বহু বছর টানাগোনে চলেছিল।

ভাগীরথী নদী দুই জেলাকে বিভক্ত করায় আগে অনেকেই হুগলিতে ভোট দিতেন। ১৯৭৫ সালে গ্রামের মানুষজন ভোট দিয়েছিলেন। তারপর বহু দশক ভোট দিতে পারেননি ওই এলাকার বাসিন্দারা। ভোটাতিকার বিষয় নিয়ে আন্দোলনও হয়েছিল এলাকার প্রকাশিত হওয়ার পর জানা যায়, ওই এলাকার বাসিন্দাদের নাম কোনো ভোটার তালিকাতেই ছিল না। ফলে ভোট দিতে পারতেন না স্থানীয় মানুষরা। এরপর প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে। নদিয়া জেলার অধীনে এই এলাকার বাসিগদাদের নাম তালিকাভুক্ত করার কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৯ সালে চরসিদ্ধিপুরের বাসিগদাদের নাম নদিয়ার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেসময় থেকে তারা কল্যাণী বিধানসভার ভোটে অংশ নিতে শুরু করেন। দীর্ঘদিনের অধিকার রক্ষার সংগ্রামের পর এই ব্যবস্থা নেওয়া হলেও সম্প্রতি প্রকাশিত

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আবারও ৩৭১ জন ভোটারের নাম বাদ পড়ায় উদ্বেগ ও ক্ষোভ বৃদ্ধি করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, বহু প্রবীণ নাগরিকের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। বিশেষ শিবির ও শুভানিিতে অংশ নিয়েও এ সমস্যা সমাধান হয়নি। এই পরিস্থিতি ভোটাতিকার হারানোর সম্ভাবনার আশঙ্কা তৈরি করেছে। তাই গ্রামের মানুষজন দাবি করছেন।

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সরকারপ্রাধান্যকৈ স্জ্ঞাত করা যায় যে শ্রী সোমনাথ পাল পিতা শ্রী বালদ চন্দ্রপাল সাকিম- বরকট পোঃ পশ্চিম সানাবাধি, থানা ও জেলা বাকুড়া থানা ছাতনা ও জেলা বাকুড়া সানাইল ১২২ নং থানাওয়ার বিশিষ্ট বামনকুলি মৌজার মধ্যে হাল এর আর মাফে ২১৯ নং খতিয়ানের লিখিত সাবেক ও হাল ৬০৯/৭৪৬ দাগে ০৯ শতক এবং ২১৯ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ৬০৯/৭৪৬ দাগে ১৩ শতক সর্বমোট ২২ শতক জমিন চান্দনা দেধুরিয়া স্বামী দেবীদাস দেধুরিয়া, গুরুদাস দেধুরিয়া পিতা ফকির দেধুরিয়া সাকিম বামনকুলি, থানা ছাতনা জেলা বাকুড়া এর নিকট বাকুড়া ডি এস আর অফিসের রেজঃ ১ নং বহির ০১০১০০২২/২০১৬ নং দলিল মুলে খরিদ করেন উক্ত দাতাগন পক্ষে বাকুড়া ডি এস আর অফিস রেজিঃ ৪ নং বহির ০১০১০০৩৮৪/০১৫ নং রেজঃ আমোক্তার নানা মুলে ১ শ্রী হ্রিদিশ মুখার্জী, পিতা শ্রী দিলীপ মুখার্জী, ২ শ্রী পরিমল চক্রবর্তী, পিতা হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সাকিম বামনকুলি থানা ছাতনা জেলা বাকুড়া কে আমমোক্তারময় নিযুক্ত করেন। উক্ত জমিনে কাছারো কোনো আপত্তি থাকিলে উপরক্ত তথ্য প্রমান সহায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে বি এল আন্ত এল আর ও ছাতনা অফিস অভিজোগে জানাইরেন। অন্যথা পালন মক্কেল তাহার নিজ নামে নান পালন করাইবেন।

পল্লব কুমার মুখার্জী
(আতডোকেট)

বাকুড়া ডিস্ট্রিক্ট আন্ড সেশন জাজ কোর্টে

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE
Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.D. Invites Short Notice Inviting Quotation off line for the work of 1."Temporary Elec-trification work at the places of accommodation Centers for CAPF in cw ensuing West Bengal Legislative Assembly Election 2026 at Susunia Govt College under Boro PS in the District of Purulia."
NIQ No. 38 of 2025-2026
The quotations will be received upto 02:00pm on 02-03-2026 and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from: http://wbpwd.gov.in
 Sd/- M. Biswas Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.D.

আর এক থাপেই বিশ্বকাপের দরজা! অস্ট্রেলিয়ায় ইতিহাসের স্বপ্নে ‘নীল বাঘিনী’রা

১ মার্চ : সোনালি স্বপ্ন চোখে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পা রেখেছে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। যে স্বপ্ন বহু বছর ধরেই অধরা-মহিলা বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন। ছেলদের দল যা করতে পারেনি, সেই ইতিহাস গড়ার দোরগোয় দাঁিয়ে এখন ‘নীল বাঘিনী’রা। সামনে এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপের মূলপর্বা। আর এই টুর্নামেন্টেই লুকিয়ে রয়েছে বিশ্বকাপের টিকিট। যোগ্যতা অর্জন পর্বে দূরন্ত ছুঁদে ছিল ভারত। শুরুতেই মঙ্গোলিয়াকে ১৩-০ গোলে উড়িয়ে দেয় দল। পরের ম্যাচে তিমুর লেঙ্কেকে ৪-০, তারপর ইরাককে ৫-০ গোলে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় পৌঁছে যায়। কার্যত ‘ হয়ে ওঠা খািয়াল্যভ ম্যাচে ২-১ জয়ে সিলমোহর পড়ে মূলপর্বে ওঁটার। সেই সাফল্য এখন অতীত-কারণ সামনে আরও কঠিন পরীক্ষা। ৪ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে মূলপর্বা। ভারতের প্রথম ম্যাচ ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে। এরপর ৭ ও ১০ মার্চ শক্তিশালী জাপান ও চাইনিজ তাইপের মুখোমুখি হবে দল। প্রথম দুটি ম্যাচ পারলে, শেষটি সিডনিতে। লড়াই যে কঠিন, তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে জাপানের মতো পরাশক্তির বিরুদ্ধে নামা মানেই বাড়তি চ্যালেঞ্জ। সম্প্রতি All India Football Federation-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দলের অন্যতম ভরসা Sangita Basfore স্পষ্ট জানিয়েছেন, বাছাইপর্বে থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা। তবে এখন ফোকাস শুধু ভিয়েতনাম ম্যাচে। প্রথম ম্যাচ জিততে পারলে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়বে। তার কথায় স্পষ্ট-দল ধাপে ধাপে এগোতে চাইছে, এক লাফে নয়। এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ প্রস্তুতি। বেঙ্গালুরুতে ৫৬ দিনের প্রস্তুতি শিবিরে নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছিল দল। শুধু নিজেদের মধ্যে অনুশীলন নয়, উজ্জবেকিস্তানের বিরুদ্ধে দুটি ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচও খেলেছে। এরপর নতুন কোচ অ্যামেলিয়ার অধীনে দে। মাসের তুরন্ত সফর-কর্ডোর ট্রেনিং, প্রস্তুতি ম্যাচ এবং দলগত বোঝাপড়া তৈরি। ঠান্ডা আবহাওয়া থেকে সরাসরি অস্ট্রেলিয়ার তুলনামূলক উষ্ণ পরিবেশে মানিয়ে নেওয়াটাও ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। সঙ্গীতা জানিয়েছেন, তুরন্তে আমরা ৪৫ দিন একসঙ্গে ছিলাম। আবহাওয়া ছিল খুব তাড়াতাড়ি। অস্ট্রেলিয়ায় এসে প্রথমে কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে মানিয়ে নিয়েছি। দল আগেভাগেই পৌঁছে গিয়েছে, যাতে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সমস্যা না হয়। এবার আসল প্রশ্ন-কোন সমীকরণে বিশ্বকাপের দরজা খুলতে পারে ভারতের সামনে? এই প্রতিযোগিতায় মোট ১২টি দল অংশ নিচ্ছে। তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে দলগুলোকে।

সেমিফাইনালের দৌড়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ

১ মার্চ : ইডেনের আলো ঝলমলে সন্ধ্যায় সেমিফাইনালের দৌড়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। শিশিরের

সম্ভাবনা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত। ফলে প্রথমে ব্যাট করতে নেমেছে ক্যারিবিয়ানরা। পাওয়ার প্লেয় ছয় ওভার শেষে কেননও উইকেট না হারিয়ে তাদের স্কোর ৪৫০-তবে ভারতের জন্য বড় আফসোস, রোস্টন চেজের সহজ ক্যাচ হাতছাড়া করেছেন অভিষেক শর্মা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ইনিংস শুরু করেন রোস্টন চেজ.ও অধিনায়ক- উইকেটকিপার শাই হোপ। ভারতের হয়ে নতুন বলে আক্রমণ শুরু করেন অর্ধদীপ সিং প্রথম ওভারেই

মাত্র ৩ রান দেন তিনি, লাইন-লেভ ছিল যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত। দ্বিতীয় ওভারে চমক-নতুন বলে আসেননি বুমরা বরং আক্রমণে আসেনহার্দিক পাণ্ডিয়া। সেই ওভারে খানিকটা চাপমুক্ত হয় উইন্ডিজ। হার্দিকের

মরিয়া। পঞ্চম ওভারে আক্রমণে আসেন বুমরা। ওভারের চতুর্থ বলে চেজ চার মারেন। পরের বলেই ব্যাটের কানায় লেগে বল ওঠে আকাশে-সহজ ক্যাচ! কিন্তু মিড-অনে দাঁড়িয়ে থাকা অভিষেক শর্মা

জিহ্বাবোয়ের বিরুদ্ধে যে একাদশ খেলোছিল, সেই দলই রাখা হয়েছে। দলে রয়েছেন অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), ঈশান কিষান, সূর্যকুমার (অধিনায়ক), তিলক বর্মা, হার্দিক পাণ্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, আশদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী ও জশপ্রীত বুমরা। অন্যদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ একটি পরিবর্তন করেছে। ব্র্যান্ডন কিংয়ের জায়গায় দলে এসেছেন আকিল হোসেন। তাদের একাদশে রয়েছেন রোস্টন চেজ, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), শিমরন হেটমায়ার, রডম্যান পাওয়েল, শেরফান রাদারফোর্ড, জেসন হোল্ডবার, রোমারিও শেফার্ড, ম্যাথু ফোর্ড, গুদাকেশ মোতি, আকিল হোসেন ও শামার জোসেফ। ইডেনে টস জেতা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্ধ্যার পর শিশির পালে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং সহজ হয়ে যায়। সেই হিসেবেই ফিল্ডিং বেছে নেয় ভারত। তবে শুরুটা প্রত্যাহামতো হয়নি। পাওয়ার প্লেতে উইকেট না পেলে পরে বড় লক্ষ্য তাড়া করা কঠিন হয়ে যেতে পারে। এখন নজর থাকবে মধ্য ওভারে ভারতের মজর জুটির দিকে। বরুণ চক্রবর্তী ও অক্ষর কি রেকর্ড্র এনে দিতে পারবেন? নাকি হোপ-চেজ জুটি বড় পার্টনারশিপ গড়ে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে তুলে নেবে? ম্যাচ ক্রমশ জমে উঠছে ইডেনে। ভারতের দরকার দ্রুত এক বা দুই উইকেট- তা না হলে ক্যারিবিয়ানদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়বে।

আমেরিকায় ফিফা বিশ্বকাপ বয়কটের ইঙ্গিত ইরানের, অনিশ্চয়তায় ফুটবল দুনিয়া

১ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের উত্তাপ এবার ছড়িয়ে পড়ছে ক্রীড়াঙ্গনেও। আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ ফ্লোগান্জ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নিহত হয়েছেন-এমন খবর সামনে আসতেই উত্তাল হয়ে উঠেছে তেহরান-সহ একাধিক দেশ। এই ঘটনার জেরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যেমন চরম অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তেমনই তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বিশ্ব ফুটবলেও। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, আমেরিকার মাটিতে অনুষ্ঠিতব্য ফিফা বিশ্বকাপ বয়কটের কথা ভাবছে ইরান। আগামী ১১ জুন থেকে শুরু হওয়ার কথা ফুটবলের মহারণ। আয়োজক দেশ হিসেবে

রয়েছে United States। কিন্তু বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক টানাপোনে বিশ্বকাপের আবহকেই প্রশ্নের মুখে দাঁ। করিয়েছে। ইরান ফুটবল ফেডারেশনের এক কর্তা স্প্যানিশ ক্রীা দৈনিক Marca-কে জানিয়েছেন, আমেরিকায় গিয়ে বিশ্বকাপ খেলবে কি না, তা নিয়ে তারা গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করছেন। ওই কর্তার বক্তব্য, আজ যা ঘটছে, তার জন্য দায়ী আমেরিকার অগ্রাঙ্গন। তবে শেষ সিদ্ধান্ত নেরেন ক্রীড়া প্রশাসকেরাই। এই মন্তব্যেই স্পষ্ট, রাজনৈতিক স্ফোট সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে ক্রীড়া মঞ্চে। যদিও এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বয়কটের ঘোষণা হয়নি, তবু এমন ইঙ্গিতই যথেষ্ট বিশ্বকাপ আয়োজন কমিটি উদ্বেগ বাড়ানোর জন্য। এই টুর্নামেন্টে গ্রুপ জি-তে ইরানের সঙ্গে রয়েছে Belgium, Egypt এবং New Zealand। রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে যদি ইরান সরে দাঁায়, তবে পুরো গ্রুপের সমীকরণই বদলে যাবে। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক ফুটবলের

নিয়ামক সংস্থা FIFA-র কাছেও এটি হবে বড়সড় ধাক্কা। বহু বছরের প্রস্তুতি, বিপুল আর্থিক বিনিয়োগ এবং বৈশ্বিক প্রচারের মধ্যেই যদি বড় দল সরে দাঁড়ায়, তা হলে তার প্রভাব পড়বে ক্রীড়া ও বাণিজ্য-দুই নজর রাখতে হবে আয়োজকদের।এর আগে লাতিন আমেরিকাতেও বিশ্বকাপ ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। ধ্বংসনিম্ন থেকেও বয়কটের হুমকি শোনা গিয়েছিল ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে। কৃত্যাত অপরাধচক্রের নেতা Nemesio Os-egueras Cervantes ওরফে ‘ মেনচো’-কে ঘিরে সহিংসতার ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল দেশটি। জানুয়ারিতে সেন্ট্রাল মেক্সিকোর গুয়ানাজুয়ার্টে অঞ্চলে একটি ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন বন্দুকবাজ হামলার ঘটনা আন্তর্জাতিক শিরোনামে উঠে আসে। একই সময়ে গুয়াদালাহারার Estadio Akron স্টেডিয়ামের কাছে বিপুল সংখ্যক হোমশে উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন জোড়ার হয়।

রাজনৈতিক অবস্থান এবং পারস্পরিক সম্পর্ক টুর্নামেন্টের পরিবেশে প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা, সমর্থকদের যাতায়াত এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক-সবকিছুর ওপরই নজর রাখতে হবে আয়োজকদের।এর আগে লাতিন আমেরিকাতেও বিশ্বকাপ ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। ধ্বংসনিম্ন থেকেও বয়কটের হুমকি শোনা গিয়েছিল ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে। কৃত্যাত অপরাধচক্রের নেতা Nemesio Os-egueras Cervantes ওরফে ‘ মেনচো’-কে ঘিরে সহিংসতার ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল দেশটি। জানুয়ারিতে সেন্ট্রাল মেক্সিকোর গুয়ানাজুয়ার্টে অঞ্চলে একটি ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন বন্দুকবাজ হামলার ঘটনা আন্তর্জাতিক শিরোনামে উঠে আসে। একই সময়ে গুয়াদালাহারার Estadio Akron স্টেডিয়ামের কাছে বিপুল সংখ্যক হোমশে উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন জোড়ার হয়।

কেরিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ ১৫৮ রানের মহাকাব্যে ইতিহাস গড়ে অ্যালিসা হিলি, ভারতকে একাই ডুবিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া

১ মার্চ : কেরিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ। আবেগ, সম্মান, বিদায়ের মুহূর্ত-সব মিলিয়ে এক বিশেষ দিন। আর সেই দিনটাকেই স্মরণীয় করে রাখলেন হিলি। ভারতের বিরুদ্ধে নিজের শেষ ম্যাচে ৯৮ বলে ১৫৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে শুধু দলকে ৪০০ পেরোনো পাছাড়প্রমাণ স্কোরে পৌঁছে দিলেন না, গড়লেন একাধিক নজিরও। তাঁর ব্যাটের সামনে কার্যত অসহায় হয়ে পড়ল ভারতীয় বোলিং আক্রমণ। জবাবে ব্যাট করতে নেমে লড়াই গড়ে তুলতে পারলেন না ক্ষুভারতীয় মহিলা দলের খেলোয়াড়রা। ফল-ওয়ানডে সিরিজে ৬-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ ভারত। গত বছরের অক্টোবরে সাতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল ভারত। সেই হারের পরই অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন অজি অধিনায়ক হিলি। পরে জানান, ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন। প্রতিশ্রুতি রেখেই বিদায়মঞ্চে নিজেকে উজাড় করে দিলেন তিনি। রবিবার ব্যাট করতে নামার সময় ভারতীয় দল তাঁকে ‘ অফ অনার’ দেয়। স্মৃতি, হরমনপ্রীতার করতালিতে স্বাগত জানান প্রতিপক্ষ অধিনায়ককে। আবেগঘন সেই মুহূর্তের পর ২২ গড়ে যেন অন্য মানুষ হিলি-ক্ষুধার্ত, মনোযোগী এবং নির্মমাশ্রুটক। অব্যত তুলনামূলক শান্ত ছিল। ৪৯ বলে পূর্ণ করেন অর্ধশতরান। তারপর গিয়ার বদল। পরের ৫০ রান আসে মাত্র ৩০ বলে। ৭৯ বলেই তুলে নেন কেরিয়ারের অষ্টম ওয়ানডে সফ্লুরি। শেষ পর্যন্ত ৯৮ বলে ১৫৮-ইনিংসটি সাজানো ২৭টি চার ও ২টি ছক্কা। স্ট্রোকের বৈচিত্র্য, ফাঁক খোঁজার দক্ষতা এবং ফিল্ড ভাঙার ক্ষমতায় ভারতীয় বোলারদের সম্পূর্ণ দিশেহারা করে দেন তিনি।হিলির সঙ্গে দারুণ সঙ্গত দেন Beth Mooney। তিনি ৮৪ বলে ১০৬ রান করে আরও একটি সফ্লুরি উপহার দেন। দু’জনের জুটি ম্যাচকে ভারতের নাগালের অনেক বাইরে নিয়ে যায়। এছাড়া Georgia Voll করেন মূল্যবান ৬২ রান। সব মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে ৪০৯ রান-মহিলাদের

ওয়ানডে ক্রিকেটে বিরল এক মাইলফলক। এই ১৫৮ রানের ইনিংসের মাধ্যমে ইতিহাসেও নাম লেখালেন হিলি। মহিলাদের ওয়ানডে ক্রিকেটে একাধিক দেশে

প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত ২২৪ রানেই গুটিয়ে যায় ভারতীয় ইনিংস। বিশাল ব্যবধানে জয় পায় অস্ট্রেলিয়া। পরিসংখ্যান বলছে, মহিলাদের ওয়ানডেতে ৪০০-র

রানের ইনিংস করা ব্যাটারদের তালিকায় তিনি ষষ্ঠ স্থানে পৌঁছে গেলেন। এর আগে ৩০২২ সালে বিশ্বকাপ ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৩৮ বলে ১৭০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি-সেটিও বড় ম্যাচে বড় মঞ্চে তাঁর সামর্থ্যের প্রমাণ। বিদায়মঞ্চেও একই রকম উজ্জ্বল্য। হিলির ব্যক্তিগত জীবনও ক্রিকেটময়। তিনি অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার Mitchell Starc-এর স্ত্রী। স্ত্রীর এই দুর্দান্ত ইনিংস দেখে কমেস্টি বস্ত্রে উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারেননি স্টার্ক। তাঁর হাসিমুখ ও প্রতিক্রিয়া দ্রুত ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। আগেগ, গর্ব আর আনন্দ-সব মিলিয়ে তা ছিল এক বিশেষ মুহূর্ত।হিলির আন্তর্জাতিক সাফল্যের রুলি ভরপুর। দেশের হয়ে মোট আটটি বিশ্বকাপ জিতেছেন তিনি। ২০১৩ ও ২০২২ সালে জিতেছেন ওয়ানডে বিশ্বকাপ। পাশাপাশি ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০ এবং ২০২৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের সাক্ষী তিনি। বড় টুর্নামেন্টে বড় পারফরম্যান্স-এটাই তাঁর পরিচয়। ৪০৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে ভারত। প্রয়োজনীয় রানরেট দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় রুঁকি নিতে গিয়ে উইকেট হারাতে থাকে দল। স্মৃতি বা হরমনপ্রীত কেউই বড় ইনিংস গড়তে পারেননি। মাঝের সারিতেও

বদল। পরের ৫০ রান আসে মাত্র ৩০ বলে। ৭৯ বলেই তুলে নেন কেরিয়ারের অষ্টম ওয়ানডে সফ্লুরি। শেষ পর্যন্ত ৯৮ বলে ১৫৮-ইনিংসটি সাজানো ২৭টি চার ও ২টি ছক্কা। স্ট্রোকের বৈচিত্র্য, ফাঁক খোঁজার দক্ষতা এবং ফিল্ড ভাঙার ক্ষমতায় ভারতীয় বোলারদের সম্পূর্ণ দিশেহারা করে দেন তিনি।হিলির সঙ্গে দারুণ সঙ্গত দেন Beth Mooney। তিনি ৮৪ বলে ১০৬ রান করে আরও একটি সফ্লুরি উপহার দেন। দু’জনের জুটি ম্যাচকে ভারতের নাগালের অনেক বাইরে নিয়ে যায়। এছাড়া Georgia Voll করেন মূল্যবান ৬২ রান। সব মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে ৪০৯ রান-মহিলাদের

ইঞ্জিনিয়ার থেকে গ্ল্যামার দুনিয়া-কে এই সৌন্দর্য গৌড়া, যিনি নজর কাড়লেন ভারতের ম্যাচে?

১ মার্চক্রিকেট ম্যাচ মানেই শুধু ব্যাট-বল নয়, গ্যালারির আবেগও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে মাঝেমধ্যেই ক্যামেরা ঘুরে যায় দর্শকসনে। কখনও উচ্ছ্বাস, কখনও হতাশা-সেই সব মুহূর্তই ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। চেন্নাইয়ের M. A. Chidambaram Stadium-এ জিহ্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচেও ঘটল তেমনই এক ঘটনা। ক্যামেরায় ধরা পালেন এক রহস্যময়ী, আর মুহূর্তে শুরু হল তাঁকে নিয়ে খোঁজখবর। নীল পোশাকে টিম ইন্ডিয়াকে সমর্থন করা সেই তরুণীর নাম সৌন্দর্য গৌড়া। ভারতের ব্যাটিং

চলাকালীন গ্যালারিতে তাঁর উপস্থিতি নজর কাড়ে। বিশেষ করে জিহ্বাবোয়ের পেসার Brad Evans যখন ২০তম ওভারে Hardik Pandya-কে বল করছিলেন, সেই সময় হার্দিকের শটের রিপ্লে চলাকালীন টিভি স্ক্রিনে দেখানো হয় সৌন্দর্যকে। তাঁর অভিব্যক্তিই ভাইরাল হয়ে যায় মুহূর্তে। কে এই সৌন্দর্য গৌড়া? কর্নাটকের হাসান শহরে জন্ম তাঁর। পেশায় তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। মাত্র ২১ বছর বয়সে ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টের মাধ্যমে একটি বহুজাতিক সংস্থায় বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে চাকরি পান।

রিয়াধে বিস্ফোরণের আতঙ্ক, ইরান-আমেরিকা-ইজরায়েল সংঘাতে রোনাল্ডোর নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ফুটবলবিশ্ব

১ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জেরে কাপছে আন্তর্জাতিক কূটনীতি থেকে ক্রীাদান-সবই। ইরানকে ঘিরে আমেরিকা ও ইজরায়েলের সামরিক তপরতা এবং তার পালাটা প্রতিক্রিয়ায় উত্তণ্ড হয়ে উঠেছে গোটা অঞ্চল। এই সংঘাতের আবহেই সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে খবর ছািয়েছে। আর সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই ফুটবলবিশ্বে শুরু হয়েছে অন্য এক উকঠা-রোনাল্ডু কি নিরাপদে অছেন? বর্তমানে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল নাসর এর হয়ে খেলছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। ক্লাবের ঘাটি রিয়াধেই। ফলে শহরে বিস্ফোরণ বা সামরিক উত্তেজনার খবর সামনে আসার পর থেকেই সমর্থকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়তে শুরু করেছে। সামাজিক মাধ্যমে অসংখ্য পোস্টে একটাই প্রশ্ন-রোনাল্ডো কোথায়? তিনি এবং তাঁর সতীর্থরা কি নিরাপদে রয়েছেন? শনিবার সকাল থেকে ইরান, আমেরিকা ও ইজরায়েলের মধ্যে পালাটা হামলা ও সামরিক সংঘাতের খবর সামনে আসে। সন্ধ্যায় নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মাঠে নেমেছিল আল নাসর। ম্যাচের শুরুতেই ১১ মিনিটে পেনাল্টি মিস করলেন রোনাল্ডো। তবে পরে দল ঘুরে দাঁিয়ে ৫-১ ব্যবধানে জিতে নেয় ম্যাচ। মাঠের লড়াই শেষ হলেও মাঠের বাইরের উত্তেজনা তখন ক্রমশ বাড়তে চাচ্ছে।

বিভিন্ন অনলাইন সূত্রে দাবি করা হয়, রিয়াধে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। যদিও সরকারি স্তরে সেই খবরের পূর্ণাঙ্গ নিশ্চিতকরণ মেলেনি, তবু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। রোনাল্ডো এখনও পর্যন্ত নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডলে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। ক্লাবের তরফেও বিস্তারিত তথ্যটি প্রকাশ করা হয়নি। তবে স্থানীয় সূত্রের দাবি, তিনি এবং আল নাসরের অন্যান্য ফুটবলাররা আপাতত রিয়াধেই অবস্থান করছেন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছেন। পরিস্থিতি অবনতির দিকে গেলে দলীয় সূচিতে পরিবর্তন আসতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে সৌদি প্রো লিগের একাধিক ম্যাচ স্থগিত বা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা উািয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই সংঘাতের প্রভাব শুধু সৌদি আরবেই সীমাবদ্ধ নেই। ইরানের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও চরম অস্থি়। দেশের সর্বোচ্চ নেতা কউ গঞ্ধডঙ্ঘরষ্ট-কে ঘিরে উত্তেজনা বৃদ্ধির এক কর্তা জানিয়েছেন- বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অফিড ক্রীড়াক্ষেত্র যে রাজনীতির অভিঘাত

পরবর্তী ফুটবল বিশ্বকাপ, যার অন্যতম আয়োজক আমেরিকা। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক টানাপোনে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়েই প্রশ্ন তুলছে। ইরান ফুটবল ফেডারেশন

থেকে মুক্ত নয়, তা আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অন্যদিকে, লাতিন আমেরিকাতেও অস্থিরতা নতুন নয়। কিছুদিন আগেই কৃত্যাত অপরাধচক্রের নেতা Nemesio Os-

eguera Cervantes ওরফে ‘ মেনচো’-কে ঘিরে সহিংসতার ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল Mexi-co। সে সময়ও প্রশ্ন উঠেছিল- নিরাপত্তা পরিস্থিতি অবনতির দিকে গেলে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আয়োজন কি রুঁকির মুখে পড়বে? যদিও সংশ্লিষ্ট মহল তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার আশ্বাস দিয়েছিল, তবু বিশ্বকাপের মতো বৃহ টুর্নামেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাই যে সবচেয়ে বা শর্ত, তা নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছে এই সব ঘটনা। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল

এখন এক অনিশ্চিত সন্ধিক্ষণে দাঁিয়ে। অবশ্যে ক্লাব ফুটবলে রোনাল্ডোর মতো তারকারা মধ্যপ্রাচ্যে খেলছেন বিপুল অর্থনৈতিক বিনিয়োগের প্রেক্ষাপটে অন্যদিকে সেই অঞ্চলেই যুদ্ধের আবহ তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। আধুনিক ফুটবল এখন কেবল খেলার গণ্ডিতে আটকে নেই-তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভূ-রাজনীতি, অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক কূটনীতির জটিল সমীকরণ। রোনাল্ডোর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ যতটা আবেগের, ততটাই প্রতীকীও। কারণ তিনি শুধু একজন ফুটবলার নন, বিশ্বব্যাপী কোটি মানুষের প্রিয় আইকন। তাঁর অবস্থান, নিরাপত্তা ও ভবিষ্য সূচি নিয়ে অনিশ্চয়তা মানেই বিশৃঙ্জে আলোনা। তবে আপাতত নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে তিনি কোনও প্রত্যক্ষ বিপদের মুখে রয়েছেন। পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, তার ওপরই নির্ভর করবে আল নাসর এবং সৌদি প্রো লিগের ভবিষ্য সূচি। যুদ্ধের অভিঘাতে যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক টালমটাল, তখন ফুটবলও সেই ঝড়ের বাইরে নয়। রিয়াধের আকাশে বিস্ফোরণের গুঞ্জন যতদিন শোনা যাবে, ততদিন রোনাল্ডোকে ঘিরে উদ্বেগও থামবে না। এখন সর্বলেরই একটাই কামনা-যুদ্ধ থামুক, স্থিতিশীলতা ফিরুক, আর খেলার মাঠে ফিরুক কেবল গোলের উল্লাস, বোমার শব্দ নয়।